بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

৭৮৬/৯২/৯১৭

# জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.YaNabi.in


## মুল লেখক

হাফিজুল হাদিস,খাতিমুল মোহাদ্দিসীন,হযরত আল্লামা

## জালালুদ্দীন সিয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু

### অনুবাদ ও সংযোজন

**মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী**

[ M.A(Arabic),Research(theology)
Azhar University,Cairo,Egypt;
English(Diploma)America University,Cairo]
E-mail:-quazinurularefin@gmail.com


www.YaNabi.in




পুস্তকের নামঃ-**জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

লেখকের নামঃ-**আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ূতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু**

অনুবাদকের নামঃ-**মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী**
ঠিকানাঃ-দুবরাজ হাট,খণ্ডঘোষ,বর্ধমান। মোঃ-৯৭৩২০৩০০৩১

প্রকাশকঃ-রেজবী অ্যাকাডেমী,রেজবী নগর ,খাঁপুর,দক্ষি২৪পরগনা
ফোন-৯১৫৩৬৩০১২১/৯৭৩৪৩৭৩৬৫৮

পরিবেশকঃ-

টাইপ রাইটিংঃ- এম, এস,সাক্বাফী
ঠিকানাঃ-মহাল,পান্ডবেশ্বর,বর্ধমান।
ফোনঃ-৯৬০৯৫৪৭৫৩০

প্রকাশ কালঃ-২০১৬
প্রকাশ সংখ্যাঃ-১১০০

বিনিময় মূল্য-৬১/০০টাকা মাত্র।


www.YaNabi.in www.YaNabi.i


বিশেষ সতর্কীকরণ

**প্রকাশক কতৃক গ্রন্থ সত্ব সংরক্ষিত**

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১ | ভূমিকা | ক |
| ২ | ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার | ক |
| ৩ | নাম জন্ম | ক |
| ৪ | সূয়ুতী নামকরনের কারণ | ক |
| ৫ | সিলসিলায়ে নাসাব | ক |
| ৬ | জন্ম স্থান ও বাসস্থান | খ |
| ৭ | প্রাথমিক অবস্থা | খ |
| ৮ | শিক্ষা জীবন | খ |
| ৯ | আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত | ঘ |
| ১০ | সম্মানীয় শিক্ষকগণ | ঙ |
| ১১ | ফরজ হাজ্জ আদায় ও শিক্ষকের মসনদে | চ |
| ১২ | নিরিবিলিতে জীবন যাপন | ছ |
| ১৩ | কুওয়াতে হাফেযা | জ |
| ১৪ | ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইল্‌মের বুলান্দী | জ |
| ১৫ | হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া | ঝ |
| ১৬ | যমযম শরীফের বরকত | ট |
| ১৭ | লেখনীর ময়দানে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা | ট |
| ১৮ | সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহ | ঠ |
| ১৯ | নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালামের খাস নিয়ামত | ড |
| ২০ | জাগ্রত হয়ে নবী পাকের দর্শন সত্তর বারেরও বেশী | ণ |
| ২১ | কারামাত | ত |
| ২২ | ছাত্র | ধ |
| ২৩ | ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমার ঘটনা | ধ |
| ২৪ | ইন্তেকাল | ন |


www.YaNabi.in






| | | |
|---|---|---|
| ২৫ | জাগ্রত অবস্থায় হুযুর আলাইহিস্ সালামের দর্শন | 1 |
| ২৬ | ওলামায়ে কেরামদের তৃপ্তি ভঙ্গী | 2 |
| ২৭ | হযরদ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আয়নার মধ্যে হুযুরের চেহারা মোবারকের দর্শন- | 4 |
| ২৮ | ইমাম নবুবী আলাইহির রহমার ব্যখ্যা | 7 |
| ২৯ | আল্লামা আল্লামা কুরতুবীর ব্যখ্যা | 8 |
| ৩০ | ইমাম বায়হাক্বীর ব্যখ্যা | 9 |
| ৩১ | আল্লামা ইবনে আসিরের ব্যখ্যা | 9 |
| ৩২ | ইমাম গাযালীর ব্যখ্যা | 10 |
| ৩৩ | কাজী আবুবকর বিন আরাবীর ব্যখ্যা | 11 |
| ৩৪ | শাইখ আজিজুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম ও ইবনে হাজের বক্তব্য | 13 |
| ৩৫ | কাজী শরফুদ্দিন হেবাদুল্লাহর বক্তব্য | 13 |
| ৩৬ | শাইখ আকমালুদ্দীন বাবুরদী হানাফীর বক্তব্য | 14 |
| ৩৭ | শাইখ সাফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুর এর বক্তব্য | 15 |
| ৩৮ | হুযুর সাইয়্যেদুনা গাওসে পাকের ঘটনা | 17 |
| ৩৯ | শাইখ খলিফা বিন মুসা নহর মালিকী | 17 |
| ৪০ | কামাল আদফবীর বক্তব্য | 18 |
| ৪১ | শাইখ আব্দুল গাফ্‌ফার বিন নুহ কাওসীর বক্তব্য | 18 |
| ৪২ | কেতাবুল ওহীদের বক্তব্য | 18 |
| ৪৩ | শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আদাউল্লাহর বক্তব্য | 19 |
| ৪৪ | শাইখ সফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুরের বক্তব্য | 19 |
| ৪৫ | প্রথম ঘটনা | 20 |
| ৪৬ | দ্বি তীয় ঘটনা | |
| ৪৭ | | |
| ৪৮ | | |
| ৪৯ | | |


www.YaNabi.in

৫০ তৃতীয় ঘটনা 21
৫১ চতুর্থ ঘটনা 21
৫২ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের সংশোধন ফরমাচ্ছিলেন 22
৫৩ সায়্যেদ আলাইহির রহমার ঘটনা 22
৫৪ ইমাম রেফাই আলাইহির রহমার হাত চুম্বন 23
৫৫ সাইয়েদ নুরুদ্দিন আইজীর সালামের উত্তর 24
৫৬ শাইখ আবুবকর দিয়ার বাকারী আলাইহি রহমা 24
৫৭ একজন হাশমী খাতুনের ঘটনা 25
৫৮ রওজা আনওয়ারে আরাবীর ফরিয়াদ ও সু-সংবাদ লাভ 25
৫৯ হযরদ সাইয়েদুনা সিদ্দিকে আকবাব রাদিয়াল্লাহু 27
৬০ আনহুর কারামাদ 27
৬১ হযরদ সাইয়েদুনা ফারুখে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারামাত 28
৬২ সাইয়েদুনা ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু' র কারামাত 29
৬৩ আবুল হুসাইন মোহাম্মাদ বিন সামাউন রাদিয়াল্লাহু আনহু' র ঘটনা
৬৪ ইবনে সাবেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু' র ঘটনা 29
৬৫ জাগ্রদ হয়ে নবী পাকের দর্শনের যৌক্তিকদা 30
৬৬ আওয়াল;- 30
৬৭ দোম;-
৬৮ ইমাম গাজ্জালী আলাইহির্ রহমার বক্তব্য 30
৬৯ কাজী আবুবাকার বিন আরাবী আলাইহির্ রাহমার বক্তব্য 31


www.YaNabi.in






৭২ ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমার বক্তব্য 32
৭৩ উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী আলাইহির্ রাহ্মা 32
৭৪ আল্লামা কুরতুবী আলাইহির রাহমার বক্তব্য 33
৭৫ হায়াতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম সম্পর্কে হাদীস ও বিশারদদের মন্তব্য ;- 34
৭৬ ইমাম বদরুদ্দীন ইবনিস্ সাইব আলাইহির্ রাহমার বক্তব্য
৭৭ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার রাওয়ায়েত
৭৮ ক্বাজী আইয়াজ আলাইহির্ রাহ্মার বক্তব্য 39
৭৯ সোম 40
৮০ শাইখ তাজুদ্দীন বিন আতাউল্লাহ্ আলাইহির্ রাহমার উদাহরণ 41
৮১
৮২ চাহারম 42


## পরিশিষ্ট


৮৩ এক আনসারীর হাদীস 43
৮৪ তামীম বিন সালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 44
৮৫ হারেসা বিন নুমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 44
৮৬ ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 45
৮৭ তাবরাণীর হাদীস 46
৮৮ আবুবাকার বিন আবু দাউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 46
৮৯ হুযাইফা বিন এমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 46
৯০ আবুহুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 47
৯১ আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস 48
৯২ 48


www.YaNabi.in

| | | |
|---|---|---|
| ৯৩ | মুহাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 49 |
| ৯৪ | আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহার হাদীস | 49 |
| ৯৫ | হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 50 |
| ৯৬ | হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 51 |
| ৯৭ | উসাইদ বিন খাদীর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 51 |
| ৯৮ | আব্দুর্ রহমান বিন আওফ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 52 |
| ৯৯ | আবু উসাইদ সায়াদী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 52 |
| ১০০ | আবু বুরদা বিন নাইয়ার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 53 |
| ১০১ | ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য | 53 |
| ১০২ | ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 54 |
| ১০৩ | আম্মার বিন আবী আম্মার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 54 |
| ১০৪ | ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 55 |
| ১০৫ | ওরয়া বিন রুয়ীম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 56 |
| ১০৬ | সাইদ বিন সিনান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস | 57 |
| ১০৭ | যে সমস্ত কেতাব থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। | 58 |


www.YaNabi.in


দক্ষিন দামোদর এলাকায় মাসলাকে আলাহাজরাতের

একমাত্র প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র

মাদ্রাসা গওসিয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশ্‌তীয়া

মোঃ-৯৭৩২০৩০০৩১

**আপনার সহযোগিতা কামনা করি**






# অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ

www.YaNabi.in

# অনুবাদকের কথা

# ভূমিকা

## ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাতু ওয়ার্ রিদ্বয়ানের জীবনী

**নাম**-তাঁর আসল নাম আব্দুর্ রহমান। **উপনাম**-আবুল ফযল। **উপাধি**-জালালুদ্দীন এবং ইবনুল কেতাব।

ইবনুল কেতাবের ব্যাপারে তাফ্সীরে জালালাইন শরীফ যাহা বীরুত থেকে ছাপা হয়েছে সেই কেতাবে আল মাসখুল বাদীয়ার থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,তার আব্বাজান তার আম্মাজানকে একটা কেতাব আনতে বললেন এবং লাইব্রেরীতে বই খোজার সময় ব্যাথা উঠে এবং সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জন্ম হয়। তার জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ইবনুল কেতাব বলা হয়।

**জন্মঃ**-প্রথম রজব ৮৪৯হিজরী,ইংরেজি ৩ অক্টোবর ১৪৪৫ সাল রবিবার বাদ নামযে মাগরীব মিশরের কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। যেখানে তাঁর আব্বা আশ্শাখুনিয়া মাদ্রাসায় ফিকাহের বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

www.YaNabi.in

## সূয়ুতী নামকরনের কারণ

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার পুর্ব পুরুষগণ প্রথমে বাগদাদ শরীফে বসবাস করতেন এবং তার খান্দানের মধ্যে কোন ব্যক্তি মিশররে সূয়ুত শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ঐ শহরের দিকে নিসবত করে তাকে সূয়ুতী বলা হয়।

## সিলসিলায়ে নাসাব

আব্দুর্ রহমান বিন কামাল আবী বাকার বিন মুহাম্মাদ বিন সাবিক্ব উদ্দীন বিন আলফাখার ওসনাম বিন নাযীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন সাঈফুদ্দীন খাদ্র বিন নাজ্মুদ্দীন বিন আবী সিলাহ আইউব বিন নাসীর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আশ্ শাইখ হামামুদ্দীন আল হামাম আলখাদ্রী আস্ সূয়ুতী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম।





## জন্ম স্থান ও বাসস্থান

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার পুর্ব পুরুষগণ প্রথমে বাগদাদ শরীফের খাদ্রা নামক স্থানে বসবাস করতেন বাসস্থান পরিবর্তন করে মিশরের কায়রোতে বসবাস শুরু করেন। এবং তার আব্বা জান মাদ্রাসা শাইখুনিয়াতে ফিক্বাহ বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

## প্রাথমিক অবস্থা

সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমার জন্মের পর আব্বাজান আমাকে শাঈখ মুহাম্মাদ মাজ্জুবের খিদমাতে নিয়ে যান, যিনি বহুত বড় ধরনের আওলীয়া আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করেন।আমার লালন পালন এতিমের অবস্থায় হয়েছে। সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা যখন পাঁচ বছর সাত মাসের ছিলেন তখন ৮৫৫ হিজরী ৫ মার্চ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তার আব্বাজান ইন্তেকাল করেন।(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেউন)।

www.YaNabi.in

এরপর তার আব্বার এক সুফী বন্ধু তাকে নিজের ছেলে বলে গ্রহন করে নেয়।(মৌখিকভাবে)।

তার আব্বাজান নিজের ইন্তেকালের পূর্বেই স্নেহের ছেলের শিক্ষা দীক্ষার দায়ীত্ব শাইখ শাহাবুদ্দীন ত্বাব্বাখ ও মুহাক্কীক ইবনে হুমাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমাকে দিয়েছিলেন এবং তারা নিজেদের দায়ীত্ব খুব ভালভাবেই পালন করেছিলেন।

এবং ইমাম হুমাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে ছয় বছরের শিক্ষার পর তাকে জামেয়াতুশ্ শাইখুনিয়াতে ভর্তি করে দেন।

## শিক্ষা জীবন

যেহেতু তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু মাদ্রাসা শাইখুনীয়াতে শিক্ষক ও সূয়ুত শহরের কাজী(বিচারক)ছিলেন।

এই জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার শুরু খুব ভালো ভাবেই হয়েছিল। পাঁচ বছর সাত মাস বয়সে তার আব্বাজানের ইন্তেকালের পর ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কষ্টের শুরু হয়। কিন্তু শাইখ হুমামুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্যদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটেনি।

**তাকদীমে জালালাইনে আছে যে,**

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বয়স পাঁচ বছর সাত মাস ছিলো তখন তার আব্বার ইন্তেকাল হয়েছিলো এবং ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা সুরা তাহ্রীম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং আট বছর বয়স পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ হাফীযে ক্বোরআন হয়েছিলেন।

শিশু অবস্থা হতেই ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার শিক্ষার সুগন্ধ প্রকাশ হতে থাকে। হাফীযে ক্বোরআন হওয়ার পর তিনি আরবী শিক্ষারদিকে মনোযোগ দেন,এবং তার সময়ে বিষয় ভিত্তিক পারদর্শী শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন।

www.YaNabi.in

## জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামাতে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা জীবনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ৮৭৪হিজরীতে রবীউল আওয়াল মাসে আরবী শিক্ষার শুরু করেন,হযরত শামস সিরামী আলাইহির্ রাহমার কাছে মুসলিম শরীফের কিছু অংশ এবং আশ্শিফা হযরত আলফীয়া বিন মালিক আলাইহির্ রাহমার কাছে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আরবীতে তাসনীফ ও তালীফ(বই লেখার)এর অনুমতি পেয়ে গেলেন এবং আত্তাহ্সীল,আত্তাওদ্বিহ্,ও শারাহুর্ শুযুর এবং আল মুগনী ফিক্বাহে হানাফীর উসুল ও হযরত আল্লামা তাফতাজানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শারাহ্ আক্বায়েদও পড়লেন।





হযরত আল্লামা শামশুল মুরজাবানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কাছে আল কাফীয়া এবং মুসান্নাফেরই শারাহ্ কাফীয়াও পড়লেন, এবং আলফীয়া আলইরাকী তার থেকেই অধ্যয়ন করেন ও তার খীদমাতে লিপ্ত থাকেন এই পর্যন্ত যে তার ৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল হয়ে গেল। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেউন)।

ফারায়েজ ও হিসাব হযরত আল্লামা শিহাবুশ্ শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কাছে পড়লেন। তারপর আল্লামা বুলকেয়ানি, আশ্রাফুল মুনাবী মুহাক্কীকে দিয়ারে মিশর আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফী,আল্লামা আশ্শামানী, আল্লামা আল কাফাজী,এবং আল্লামা আল আজিজুল কেনানি(রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম)গণ এর নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

www.YaNabi.in

## হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত

মজার কথা হল যে ইমাম সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ,হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শাগরীদ(ছাত্র) ছিলেন,এবং তার কাছে আনাগোনা ছিল,অতঃপর নিজের শাহাজাদাকে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দারস্গাহে উপস্থিত করেন কিন্তু তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বয়স খুব অল্প ছিলো।

**জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামাতে আছে-**

‘তার আব্বাজান তাকে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মাজলিসে উপস্থিত করেন’।

**আলখাসায়েসে কোবরা শরীফের মুকাদ্দামাতে মধ্যে আছে,**

যা স্বয়ং ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বর্ণনা করেছেন;- 'এবং হাদীস রাওয়াতের ব্যাপারে হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর নিকটে ইজাযাত পেয়েছি আর এটাও হতে পারে যে তাহা হল ইযাজাতে খাস কেন না বেশীরভাগ সময় আমার আব্বা মায়ের কাছে আসা যাওয়া করতেন(সংগৃহীত ত্বাবকাতুল হুফ্ফাজ)'।

www.YaNabi.in

## সম্মানীয় শিক্ষকগণ

**ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিখ্যাত বিখ্যাত শিক্ষক মন্ডলীর ব্যাপারে উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।**

জালালাইন শরীফের মুকাদ্দামায় তার শিক্ষক ৫১ বলা হয়েছে। ফায়েয আহমাদ ওয়েসী বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তার লিখিত কেতাব হুসনুল মুহাদিরাতে ১৫০জন শিক্ষকের বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা (ইন্তেকাল ৯৭৩হিজরী ইং-১৫৬৫) আত্ তাবকাতু সুগরাতে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে উদ্ধৃত করে তার ৬০০জন শিক্ষকের কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার সব শিক্ষকের নাম দেওয়া সম্ভব নয় বলে কিছু সংখ্যক শিক্ষকের নাম দেওয়া হচ্ছে,

১)হযরত আল্লামা ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহম্মাদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু পরিচিত জালালুদ্দীন মহল্লী নামে(ইন্তেকাল ৮৬৪হিজরী) (জালালাইন শরীফের শেষ অর্ধাংশের লেখক)।

২)হযরত আল্লামা আলীমুদ্দীন সালেহ্ বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)শিক্ষক ইল্মে ফিক্বাহ্।





৩)হযরত আল্লামা আশ্রাফুল মুনাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৮হিজরী)। ৪)হযরত আল্লামা তাক্বীউদ্দীন শামানীরাদ্বীয়াল্লাহু আনহু (ইন্তেকাল ৮৭২হিজরী)।৫)হযরত আল্লামা মুহীউদ্দীন সুলাইমান কাফিজী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৭৯হিজরী)শিক্ষক মায়ানী ও বায়ান উসুল ও তাফসীর। ৬)হযরত আল্লামা সাইফুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল হানাফীরাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮১হিজরী)। ৭)হযরত আল্লামা শাইখাব্দুল ক্বাদীর বিন আবীল ক্বাসীম আল আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৮০হিজরী)শিক্ষক ইল্মে হাদীস।৮)হযরত আল্লামা শিহাবুদ্দীন শারমাসাহী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু(ইন্তেকাল ৮৬৫হিজরী)শিক্ষক ইল্মে ফারাইয ও হিসাব।

৯)হযরত আল্লামা আজাল কেনানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১০)হযরত আল্লামা জাইনুল আক্বাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

www.YaNabi.in

১১)হযরত আল্লামা শামসুস্ সীরামী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।

১২)হযরত আল্লামা শামসু ফিরুমানী হানাফী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু, ইত্যাদি।

## ফরজ হাজ্জ আদায় ও শিক্ষকের মসনদে

বিভিন্ন ধরনের ইল্ম শিক্ষা করার পর ৮৭৯ হিজরী ইং ১৪৬৪ খ্রীঃ তে ফরজ হাজ্জ আদায় করেন এবং ফিরে আসার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাম(সিরিয়ায়),ইয়ামান,হিন্দুস্থান,পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে সফর করার পর মিশরের কায়রোতে পৌঁছান। শিক্ষা শেষে সরকারী কর্মে যোগ দেন।আইন কানুনের ব্যাপারে সরকারের সাহায্য করেন।কিন্তু তার শিক্ষক হযরত আল্লামা বুলকেয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর শুফারীসে মাদ্রাসা শাইখুনিয়ার ওই স্থানেই যোগ দেন যে স্থানে তার আব্বাজান শাইখ কামালুদ্দীন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু ৮৯১ হিজরী ইং-১৪৮৬ খ্রীঃ তাকে শাইখুনিয়ার থেকে বড় মাদ্রাসা আল বীবুর সিয়াহ মাদ্রাসায় পাঠিয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি ১৫ থেকে ১৬ বছর ইল্‌মের দারিয়া বইতে থাকেন। তারপর হিংসার কারণে ৯০৬হিজরী ইং-১৫০৬খ্রীঃ মাদ্রাসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যার জন্য তার দিল ভেঙ্গে যায়। আর এটাই হল তার কেতাব লেখার কারণ। তারপর সে শিক্ষকতার পদ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরিবিলিতে চলে যান এবং লোকেদের সাথে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন এমনকি লোকেদেরকে চিনতেও অস্বীকার করে দিতেন।

হল ইহা যে, তিন বছর পর যখন ঐ ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন যাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার স্থলে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন পুণরায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে উক্ত মাদ্রাসার জন্য ডাকেন কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন।

## নিরিবিলিতে জীবন যাপন

মাদ্রাসা ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি নীল নদের ধারে একটা পছন্দনীয় জায়গা রাওজাতুল মীকয়াসে নিরিবিলিতে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যান এবং তাহার সমস্ত ধ্যান ইবাদাত,রিয়াজাত এবং লেখনীর মধ্যে নিয়োগ করেন এই পর্যন্ত যে ইন্তেকালের পরই সেখান থেকে বের হয়ে ছিলেন।

বর্ণনা করা হয়েছে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন তার দরজা নীলনদের দিকে পর্যন্ত খুলত না,আমির ও ধনীরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন মোটা মোটা অর্থ তারা নাযরানা পেশ করতেন কিন্তু তিনি কখনও তাদের নাযরানা কবুল করতেন না।

একবার সুলতান ঘোরী এক হজার দিনার এবং একটা গুলাম পেশ করেন। তিনি দিনার ফিরিয়ে দিলেন এবং গুলামটাকে নিয়ে আজাদ করে দিলেন এবং পরে তাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হুজরা মুবারকের খিদমাতে নিযুক্ত করে দিলেন।





## কুওয়াতে হাফেযা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার মুখস্ত করার ক্ষমতা খুবই তীক্ষ্ণ ছিলো। যাহা একবার মুখস্ত করে নিতেন আর কখনও ভুলতেন না।

জালালাইনের মুকাদ্দামাতে আছে-ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা স্বয়ং নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে তার দুই লক্ষ হাদীস শরীফ মুখস্ত ছিল আরো বলেছেন যদি এর থেকেও বেশী হাদীস শরীফ থাকত তো আমি মুখস্ত করে নিতাম।

হতে পারে সে সময় দুনিয়ার মধ্যে দুই লক্ষের অধিক হাদীস শরীফ মজুদ ছিলো না।

ইমাম সুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর কেতাব না দেখে বলে দিতেন,অমুক কেতাবের অমুক পাতায় অমুক লাইনে এই মাসআলা পেয়া যাবেন এবং তিনি যেটা বলতেন সেটাই হতো।

## ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইল্‌মের বুলান্দী(উচ্চতা)

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বহুত বড় আলিমে দ্বীন,বহুত বড় চিন্তাবীদ গবেষক,তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উচ্চধরণের লেখক এবং বড় মুহাদ্দীস ছিলেন। তিনি সাতটি বিষয়ের ইল্‌মের ব্যাপারে স্বয়ং বলেছেন যাহা খাসায়েসে কোবরার দিবাচাতে আছে।

আল্লাহ্ তায়ালা জাল্লা জালালুহু আমাকে সাতটি বিষয়ে মাহারাত(পারদর্শী)বানিয়েছেনঃ-১)ইল্‌মে তাফসীর ২)ইল্‌মে হাদীস ৩)ইল্‌মে ফিক্বাহ্ ৪)ইল্‌মে নুহু ৫)ইল্‌মে মায়ানি ৬)ইল্‌মে বায়ান ৭)ইল্‌মে বাদী। উক্ত সাতটি বিষয়ে আমি এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে,যেখান পর্যন্ত আমার শিক্ষকগণও পৌঁছাতে পারেনি। ইল্‌মে হিসাব আমার জন্য একটা ভারী বস্তু এবং তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।



www.YaNabi.in

অতএব আমার মধ্যে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত বিদ্যমান আছে। আলোচিত সাতটি বিষয় ছাড়াও যে সমস্ত ইল্‌ম তিনি হাসিল করেছিলেন, যাহা আলইত্‌কান এর দিবাচার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লামা শামস্‌ বেরেলবী লিখেছেন-

বর্ণিত সাত ধরনের ইল্‌ম ব্যতীত মারেফাত,উসুলে ফিক্বাহ্‌,ইল্‌মে জুদুল,তাসরীফ (ইল্‌মে সার্‌ফ),ইনসায়ে তারসিল,এবং ইল্‌মে ফারাইজ।ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন আমি ইল্‌মে ক্বেরাত ইল্‌মে ত্বিব কাহারো কাছে পড়িনি। হ্যাঁ ইল্‌মে হিসাব আমার কাছে খুব ভারী। এখন বিহামদিল্লাহি আমার কাছে ইজতেহাদের সমস্ত শর্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি এই কথাকে আল্লাহর নিয়ামতের জিকির করার জন্য বর্ণনা করছি, অহংকারের জন্য বলছিনা। আর আমি যদি এটা চায় প্রত্যেক মাসআলার ব্যাপারে একটা করে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখবো এবং ঐ মাসআলার প্রত্যেক প্রকার,আকলী নাকলী দলিলের দ্বারা তার তারতীব নক্‌সা তার উত্তর এবং ঐ মাসআলার মধ্যে মাযহাবী ইখতেলাফ ও তার মধ্যে উত্তম(রাজে ক্বওল)আল্লাহর ইচ্ছায় লিখতে পারবো।

## হাদীস শরীফের খিদমাত ও ফাতাওয়া

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমার যামানাতে মিশরে ইল্‌মের চর্চা খুব বেশী ছিল,বড় বড় মুহাদ্দীসীন,হাদীসের হাফীয,ও বড় বড় মাসায়েখে কেরাম, এই পৃথিবীকে আসমানের মতো উচ্চ করেছিলো,কিন্তু হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের

পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ২০ বছর পর ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা সেটাকে আবার চালু করেন।

www.YaNabi.in





ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন হাফীযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পরে হাদীস শরীফের ইমলার(লেখার)চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। আর ইহার সময় ২০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তার পর আমি ৮৭২হিজরীতে জামে ইবনে তুতুন থেকে শুরুয়াত করেছি।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন সর্বপ্রথম এই শহরে যিনি হাদীসের কেতাবাত শুরু করেন তিনি হলেন হযরত ইমাম শাফেয়ী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র হযরত রাবে বিন সুলাইমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু।আমি ইমলা করার জন্য জুম্‌আর দিন,ম্‌আর পরের সময়কে নিদিষ্ট করেন। মুতাকাদ্দেমিনে হুফ্‌ফাজে হাদীস গণদের অনুস্বরণ করে যেমন, আল্লামা খাতীবে বাগদাদ,আল্লামা ইবনে সাময়ানী, আল্লামা ইবনে আসাকির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুম গণ প্রমুখ,ব্যতীত ইরাকের ছেলেরা,ও আল্লামা ইবনে হাজারের ঐসমস্ত লোকেরা যারা মঙ্গল বার হাদীসের ইমলা করাতেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা ২৩ বছর বয়সে হাদীস পাকের ইমলা শুরু করেন যাহা অনেক বয়স হওয়ার পর কেহ হাদীস লেখার অনুমতি পেতেন কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ,

ক্বুওয়াতে হিফ্‌যের জন্য মুহাদ্দীসীনগণ তার উপর ভরসা করেন এবং যুবক অবস্থাতেই এই আজীম কাজের মর্যদা তিনি হাসিল করেন। এইভাবেই তিনি ২২ বছর বয়সেই ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্‌ রাহমা বলেন আমি ৮৭১হিজরীতে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করি,আমার সমকালীন আলিমরা ৫০ প্রকার মাস্‌ আলাতে আমার বিরোধিতা করেন,তখন আমি প্রত্যেকটি মাস্‌আলার ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে কেতাব লিখে হাক্বকে আমি বায়ান করেছি।

www.YaNabi.in

## যমযম শরীফের বরকত

ইল্‌ম ও ফযলের এই ধরণের বুলান্দী কুরআন ও সুন্নাতের এই ধরণের গভীর জ্ঞান ইসলামী ফিক্বাহে এধরণের আযমাত শুধুমাত্র আবে যমযম শরীফের বারকাত। ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন যখন আমি ৮৬৯হিজরীতে ফরয হাজ্জ আদায়ের সময় আবে যমযম এই নিয়াতে পান করেছিলাম যে,আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমাকে ফিক্বাহে শাইখ সিরাজুদ্দীন বুলকেয়ানীর মতো,হিফ্‌যে হাদীসের ব্যাপারে,হাফীয ইবনে হাজার আস্‌কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার মতো বানিয়ে দাও।

তার এইদোয়া আল্লাহর দর্বারে কবুল হয়েছিল।

ইমাম শুরয়ানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন;-

‘ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি হাজ্জ আদায়ের সময় আবে যমযম এই নিয়াতে পান করেছিলাম যে,আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমাকে ফিক্বাহে শাইখ সিরাজুদ্দীন বুলকেয়ানীর মতো,হিফ্‌যে হাদীসের ব্যাপারে,হাফীয ইবনে হাজার আস্‌কালানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার মতো বানিয়ে দাও’।

## লেখনীর ময়দানে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা

আল্লাহ্ তায়ালা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলেন তার মধ্যে হল কলমের দ্রুততা,একদিনে তিন তিনটে খাতা শেষ করে দিতেন।ইমাম আব্দুক ওহাব শুরয়ানী ত্বাবকাতুস্ সুগরাতে বায়ান করেছেন;-শাইখ শামসুদ্দীন আলাইহির্ রাহ্‌মা বর্ণনা করেন,আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহ্‌মাকে দেখেছি এক দিনে তিনটি খাতা লিখে দিলেন এবং সাথে সাথে হাদীস শরীফেরও ইমলা করছিলেন কিন্তু কোন অলসতা ব্যতীত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন,

www.YaNabi.in





আর তিনি বলছিলেন,যখন আমি কাহারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকি তখন তার উত্তরও তৈরী করে নি যে,যদি আল্লাহ্ পাকের তরফ হতে এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় তাহ্‌লে তার উত্তর কি হবে।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লেখনীর একটা উদাহরণ হল জালালাইনের প্রথম পারা,তার শিক্ষক ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী শাফেয়ী ১৬ থেকে ৩০ পারা জালালাইন শরীফ লেখেন এবং তার ইন্তেকালের ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা প্রথম ১৫ পারা চল্লিশ দিনে পূর্ণ করেন এমনকি সেই তাফসীরের নাম জালালাইন হয়ে গেল,ইহা তার কুওয়াতে হিফ্‌য ও লেখার উপর দালালাত করে।ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন;-

‘নিজের যামানাতে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা ইল্‌মে ফুনুন ও হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফিয ও আলিম ছিলেন। হাদীসের গারীব আলফাজ, ইসতেমবাতের আহকাম সমূহকে সম্পূর্ণভাবে চিনতেন এই পর্যন্ত যে তিনি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কিছু হাদীসের তাখরীজ করে সেই হাদীসের মুরাত্তাব করেন সেই হাদীস কোনটা হাসান কোনটা জঈফ সেটাও বর্ণনা করেন যাহা অন্য আর কেহ জানতেন না’।

www.YaNabi.in

## ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার লিখিত কেতাব সমূহের বর্ণনা

**খাসায়েসে কোবরার মুকাদ্দেমার মধ্যে বর্ণিত আছে।**

তার কেতাবের সংখ্যা হল,৩০০,৫০০,১০০০ বা ১৪০০টি।

আলইতকানে মুকাদ্দেমাতে আছে;তার কেতাবের সংখ্যা হল,৫৭৬,বা ১৫৬১টি।

এছাড়া ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বহু কিতাব চুরি হয়ে গেছে;-ইমাম শুরয়ানীআলাইহির্ রাহমা বলেন;-

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে বহু কেতাব চুরি হয়ে গেছে তার কেতাবের সঠিক সংখ্যা ঐ সময়ের ব্যক্তিগণও জানেন না,যে সমস্ত কেতাব চুরি হয়েছিল তার নকল কপি তার কাছেও ছিলনা এই দুঃখে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা একখানা কেতাব লিখেছেন 'আলবারিক ফী কাত্বয়ে ইয়াদিস্ সারিক' তার মধ্যে লিখেছেন - লেখক নিজের লেখনীর জন্য আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা রাখে কিন্তু যারা কিছু না করে সাওয়াবের আশা রাখে তারা কেমন হবে?(অর্থাৎ কেতাব চুরি করে নিজেদের নামে বাজারে ছাড়ে যারা তারা সাওয়াবের হক্বদার হবে কি?)।

## ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার উপরে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস নিয়ামত

### প্রথম ঘটনা

### হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাইখুস্ সুন্নাহ্ ও শাইখুল হাদীস বলে সম্বোধন করেছেন

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা ত্বাবকাতুস্ সুগরার মধ্যে বায়ান করেন; সুলাইমান আলাইহির্ রাহমা আমাকে বলেছেন যে,

আমি ইমাম শাফেয়ী আলাইহির্ রাহমার মাযার শরীফে বসে ছিলাম হঠাৎ করে একটি জামায়াত দেখলাম যারা সকলেই সাদা পোশাকে ছিলেন, যাদের মাথায় মেঘের ছায়া ছিল,তাহা পাহাড় থেকে আমার দিকে আসছিল,যখন নিকটবর্তী হল তখন দেখলাম যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণ ঐ দলের মধ্যে রয়েছে।

www.YaNabi.in





হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমার সাথে জালালুদ্দীনের বাড়ি চলো,আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গেলাম,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকে চুম্বন দিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণকে সালাম দিলেন। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসে গেলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদীসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন **হাতি ইয়া শাইখাস্ সুন্নাহ্ অ্যায়** শাইখুস্ সুন্নাহ্।

www.YaNabi.in

### দ্বিতীয় ঘটনা

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহমা বলেন (সূয়ুতি আলাইহির্ রাহমার ছাত্র)।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন।

### তৃতীয় ঘটনা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে **অ্যায় শাইখুল হাদীস নিয়ে এসো** বলে সম্বোধন করেছেন,আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি কি জান্নাতী? উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ।

আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কোন আযাব ছাড়া?পূণরায় উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ,তোমার জন্য এধরণেরই হবে।

## চতুর্থ ঘটনা

শাইখ আতীয়া আম্বারী আলাইহির্ রাহ্মা বলেন বাদশার কাছে আমার কিছু দরকার ছিলো,আমি তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে বললাম বাদশার কাছে আমার জন্য সুফারিশ করে দিলে ভালো হত,তিনি উত্তরে বললেন আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি,বাদশার কাছে গেলে সেই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো,আর এই কথাটা আমার মৃতুর পূর্বে কাহাকেউ বলো না।

www.YaNabi.in

## জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন সত্তর বারের চেয়েও বেশী হয়েছে।

শাইখ আব্দুল ক্বাদির শাজুলি আলাইহির্ রাহমা বলেন,আমি তার লেখনিতে দেখেছি যাহা তিনি তার কিছু সাথীদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন;—অ্যায় আমার ভাই আমি জাগ্রত অবস্থায় আমি জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে থাকি,আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি ঘুরীর মাজলিসে যায় তাহলে এই নিয়ামত আমার জন্য লুকিয়ে যাবে,তবে আমি তোমার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করবো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম অ্যায় আমার আক্বা আপনি কতবার জাগ্রত অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করেছেন? উত্তরে বললেন সত্তর বারের চেয়েও বেশী।





## কারামাত(১)

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার খাদীম মুহাম্মাদ বিন আলাল হুব্বাব আলাইহির্ রাহমা বলেন যখন সাইয়্যেদ ওমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার ব্যাপারে শাইখ বুরহানুদ্দীন বাক্বায়ী ফিতনা আরম্ভ হয়েছিল তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমাকে বললেন চলো সাইয়্যেদ ওমার ইবনুল ফারিদ আলাইহির্ রাহমার যিয়ারাত করে আসি এটা কায়লুল্লাহের(দুপুরে খাওয়ার পর শোয়ার টাইম)সময় ছিলো।যখন যিয়ারতের জন্য পাহাড়ে উঠলাম,

সেখানে কিছুক্ষন বসলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন আমার মৃতু পর্যন্ত যদি লুকিয়ে রাখো তাহলে আজ আসরের নামায কাবা শরীফে পড়বো? আমি বললাম ঠিক আছে। সে বলল আমার হাত ধরো আর চক্ষু বন্ধ করো,

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং ২৭ ক্বদম চললাম বললেন চোখ খোল,তো হঠাৎ দেখলাম আমরা জান্নাতুল মুয়াল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে গেছি। তার পর আমরা হযরত খাদীযতুল ক্বোব্রা,ফুদ্বাইল বিন আইয়াদ,এবং সুফিয়ান বিন ওয়াইনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণের যিয়ারাত করলাম অর্থাৎ ফাতিহা পড়লাম,কাবা শরীফের হেরেমে প্রবেশ করলাম ,তাওয়াফ করলাম,যমযম শরীফ পান করলাম,তারপর আমাকে বললেন অ্যায় অমুক যমিনের সঙ্কুচিত আশ্চর্যের কথা নয় আশ্চর্য হলো মিশরের আমার কোন প্রতিবেশী আমাকে চেনেন না,তার পর বললেন যদি তুমি চাও তো আমার সঙ্গে আসতে পারো আর যদি হাজিদের সাথে যেতে চাও ত যেতে পারো,আমি বললাম আপনার সাথে যাবো,তারপর বাবে মুয়াল্লাতে এলাম বললেন চোখ বন্ধ করে নাও। আমি চোখ বন্ধ করলাম তারপর আমরা আব্দুল্লাহ্ জায়সীর নিকটে ছিলাম,আমারা সাইয়্যেদি ওমার আলাইহির্ রাহমার নিকটে পৌঁছালাম,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা নিজের খচ্চরে চেপে এবং আমরা তার ঘর জামে তুতুন পৌঁছে গেলাম।

www.YaNabi.in

## কারামাত(২)

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমার শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে বলতে শুনেছি,তিনি ৯১০ হিজরীর ব্যাপারে বলেছিলেন শুনো যতদিন না আমার ইন্তেকাল না হবে কাহাকেও বলবে না,আর এই কথা সেলিম বিন ওসমানের মিশরে প্রবেশ করার পূর্বের। বলেছেন ৯২৩ হিঃ ইহা মিশরের ধংসের সূচনার সাল। ৯৩৩হিঃ তে তাদের নায়েবগণ ঘরওয়ালাদেরই ধংসের কারণ হবে তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো কেহ থাকবে না। ৯৫৭হিঃ মধ্যভাগেতে শ্বশানভুমিতে পরিণিত হবে,মিশরের আমদানির চেয়ে বেশী খরচ বেড়ে যাবে এবং তার থেকেও বেশী ধংস লীলা ৯৬৭ হিজরীতে হবে।

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেন আমি এই কথা শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমার নিকটে সুলতান ঘুরী সঙ্গে সেলিমের যুদ্ধের বছরে শুনেছি। এই কথা আমি কিছু আলিমদেরকে বলেছি যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে অস্বীকার করতেন,তারপর যখন সুলতান ঘুরীকে হত্যা করা হল সুলতান সেলিমের সৈন্য ৯২৩হিজরীর শুরুতে প্রবেশ করল আর চুরাকেসার ঘরয়ালাদের জ্বালাতে লাগল হত্যালীলা চালু করল স্ত্রীলোকেদের বন্দীনি বান্তে লাগল,তখন শাইখ ইমাম আমিনুদ্দীন আলাইহির্ রাহমা বললেন ঐ অস্বীকারকারীদের নিকট যাও এবং তাদেরকে বলো দেখো! ঐ সত্যকে যাহা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বলছেন একটা দিনও ভুল হয়নি(অর্থাৎ যাহা বলেছিলেন সেই নির্দষ্ট দিনেই তাহা ঘটেছে)।

## কারামাত(৩)

যখন সুলতান ঘুরী নিজের একটা মাদ্রাসা তৈরী করলেন এবং তার দাফনের জায়গা আলকুব্বাতুয্ যারক্বাতে তৈরী করল,

www.YaNabi.in





তখন মাদ্রাসার মাশায়েখদের ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার কাছে পাঠালেন,কিন্তু ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাহা কবুল করলেন না,কিন্তু ঘুরী তাকে খুব সম্মান করতেন। বীরিসিয়া খানকার সুফীগণ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালেন কারণ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা সুফী হতে পারো না। সুফী তারা আওলিয়ায়ে কেরামগণের আখলাকের উপর চলে যেমন আল্লামা আবু নাঈম আলাইহির্ রাহমার লেখা কেতাব হুলিয়া রিসালাতু কুশাইরিয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,এবং যারা জেনে বুঝে(খানকার নাযরানা)খায়,আওলিয়ায়ে কেরামগণের আখলাকের উপর চলে না, হারাম মাল খায়,তারা আবার সূফী! কথা বহুত গম্ভীর হয়ে গেল,লোকেরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমাকে হত্যা করার জন্য বাদশার কাছে আরজ করলো তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা বললেন রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানিয়েছেন আমি ঐ লোকেদের উপরে বিজয়ী থাকবো আর এ লোকেরা আমার চুল পর্যন্ত বাঁকা করতে পারবে না,সুতারাং যারা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরোধিতা করে তাদের মধ্যে বহুত জিল্লত হয়েছিল এবং তাদের মৃত্যু খুবই ভয়ানক ভাবে হয়েছিল।

www.YaNabi.in

## কারামাত(৪)

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন,আমাকে আল্লামা বাদরুদ্দীন ত্বাব্বাখ আলাইহির্ রাহমা বলেছেন যখন **আল বীরিসীয়াহ** এর সুফীরা ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে লেগে পড়েন,তখন ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা তাদের বিরুদ্ধে কেতাব লিখেন,

ঐখানকার সুফীরা আমাকে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার বিরুদ্ধে কেতাব লিখতে বলেন এবং রাত্রে আমি কেতাব লিখতে লখন বসলাম হঠাৎ করা রাত্রে আমার কোলে একটা কাগজ পড়ল তার মধ্যে লেখা ছিল —আমার মুমিন বান্দা!এই ধরণের কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দিওনা যে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইল্মের অধিকারী।তখন আমি জবাব দেওয়ার জন্য যে লেখা লিখতে আরম্ভ করছিলাম তাহ বন্ধ করলাম।এবং বুঝতে পারলাম ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা হাক্বে(সঠিক পথে) রয়েছেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা থেকে খুব বেশী কারামাত প্রকাশ হয়নি কিন্তু ক্বুরআন হাদীসের এত বড় খীদমাত করেছেন যে,তাহার লেখনীর কবুলিয়াতই হল তার বড় কারামাত কারণ তাহার হায়াতে ত্বাইয়েবাতেই তাহার কেতাব পূর্ব পশ্চিমে এমনকি হারামাইন ত্বাইয়্যেবাইনে মাকবুলিয়াত হয়েছিল।

## ছাত্র

ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন আমি তার ছাত্রের সংখ্যার কোন খাস দলিল পায়নি,তবে এটা জানি যে,

তিনি চল্লিশ বছর দার্‌সে বসেছিলেন এবং হাজার হাজার ছাত্র তার কাছে ইল্ম শিক্ষা করেছেন।কিছু কিছু বিশিষ্ঠ ছাত্রগণ হলেন,শাইখ আব্দুল ক্বাদের শাজুলি, শাইখ শামসুদ্দীন দায়ুদী,শাইখ আব্দুল ওহাব শুরআনী আলাইহিমুর্ রাহমাহুমুল্লাহ, প্রমুখগণ।

www.YaNabi.in





## ইমাম শুরয়ানী আলাইহির্ রাহমার ঘটনা

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমা আমার আব্বার হাতে একটা লেখনী পাঠান যার মধ্যে তাহার সমস্ত লেখনীর ও রাওয়াতের ইযাজাত আমাকে দিয়েছিলেন। তার পর যখন আমি তার ইন্তেকালের পূর্বে মিশর এলাম,তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি সিয়াসত্তাহের কিছু হাদীস এবং আলমিনহাজুল ফিক্বাহের কিছু অংশ আমাকে শুনাল। তার পর যখন একমাস পর তার ইন্তেকালের খবর পেলাম জুমাআর নামযের পর আর্‌রাওদ্বাতুতে আহ্মাদ আবারিকির নিকটে উপস্থিত হলাম এবং ক্বাদীম মিশরে জামে জাদীদের নিকটে মুমেনিনের রাস্তায় ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী আলাইহির্ রাহমার জানাযা পড়লাম।

www.YaNabi.i

## ইন্তেকাল

ইল্ম ও ফযল,জুহ্দ ও তাক্বওয়া, দানায়ী,এবং তাহ্ক্বীকের এই আযীম বুদ্ধিমানের ৬১ বছর ১০ মাস ১৮ দিনে,১৮ই জামাদিল উলা ৯১১ হিজরীতে সাধারণ অসুস্থতায় বাম হাতী অসুস্থতায় এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং বাবুল ক্বুরাফার বাইরে হোশ কুশুনে চির ঘুমে শুয়ে পড়েন।

**(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজেঊন)।**

www.YaNabi.in

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَام عَلٰى عِبَادِهِ الذِينَ اصْطَفٰى

হামদ ও প্রশংসার পর , জাগ্রত অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত সম্পর্কে অধিক প্রশ্ন করা হয়েছে। বর্তমানে কিছু স্বল্প জ্ঞানের মানুষ মূর্খের ন্যায় জাগ্রত অবস্থায় হুযুরের দর্শন করা কে অস্বীকারও করেছে এবং আশ্চর্য হয়ে এরুপ হওয়াকে অসম্ভব বলেছে। তাদের উত্তর স্বরূপ এই তানবিরুল হালাক ফি ইমকানে রুইয়াতিন্ নাবী ও মালাক(অন্ধকারকে উজালা কারী নাবী ও ফেরেশ্তার দর্শন) লিপিবদ্ধ করা হল। এর জন্য সহীহ হাদীসে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সূচনা বিশেষত বোখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ ,আবু দাউদ শরীফ হতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা করা হলঃ

www.YaNabi.in

**حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي»** [1]

অর্থঃ-হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ,যে আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল সে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থাতেও আমাকে দর্শন করবে,শয়তান আমার আকার ধারণ করতে পারে না।

---

১. ক) বোখারী শরীফ ,কেতাবুর তাবিরঃ باب من رأى النبى صلى الله عليه و سلم فى المنام ঃ হাদিস নং ৬৫৯২

খ) মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২২৬৬

গ) আবু দাউদ শরীফ হাদিস নং ৫০২৩

ঘ) মুসনাদ আহমাদ্ ৫ম খন্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা

ঙ) বায়হাক্বী দালায়েলুল নবুওত ৭ম খন্ড ৪৫ পৃষ্ঠা





অনূরূপ একটি হাদিস তাবরাণী শরীফের মধ্যে হযরত মালিক বিন আব্দুল্লাহ খালয়ামী ও হযরত আবু বকর হতে এবং দারিমীর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে।

## ওলামায়ে কেরামদের দৃষ্টি ভঙ্গী

ওলামায়ে কেরামরা اَلْيَقَظَة অর্থ প্রসঙ্গে মতামত পেশ করেছেন। মতামত গুলি হলঃ-

১.কেউ কেউ বলেছেন-এর অর্থ ও ভাবার্থ হল فَسَيَرَانِي فِي القِيَامَةِ অর্থাৎ- আমাকে ক্বীয়ামতে দর্শন করবে। --এই ব্যাখাকে খন্ডন করা হয়েছে কারণ ক্বীয়ামতের দিনে দর্শন করার ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট যে করা হয়েছে এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যতা নেই। কারন ক্বীয়ামতের দিনে হুযুরের প্রত্যেকটি উম্মত হুযুরের দর্শন করবে ; যে স্বপ্নে দর্শন করেছে সে এবং যে দেখেনি সেও ।

www.YaNabi.in

২.এরূপ বলা হয়েছে যে -এর অর্থ হল সেই লোকেরা যারা হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যাহিরী যামানায় ঈমান নিয়ে এসেছে কিন্তু অবর্তমান হওয়ার কারনে যিয়ারত হতে বঞ্চিত । তাদের জন্য এই শুভ সংবাদ যে তাদের ইনতে কালের পূর্বেই হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যিয়ারত জাগ্রত অবস্থায় অবশ্যই করবেন।

৩.এক দল এরূপ বলেছেন যে,এটা হুযুরের ফরমান فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ অর্থাৎ যে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় শীঘ্রই দেখবে -এর অর্থ প্রকাশ্য। তাহলে যাঁরা হুযুরকে ঘুমন্ত অবস্থাতে দেখল তাঁরা নিজ মস্তক চক্ষুতেও দর্শন করবে।

৪.একটি উক্তি এরূপ রয়েছে যে,অন্তর চক্ষু দ্বারা দর্শন করবে।

**বিঃদ্রঃ**-৩ ও ৪ নম্বর উক্তিগুলি ক্বাজী আবুবকর বিন আরাবি বর্ণনা করেছেন।

৫.ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবি হুজরা বোখারী শরীফের মধ্যে এই হাদীসটির অর্থ পূর্বের বর্ণনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদিসটি এই উক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে যে ,যে ব্যক্তি হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্বপ্নে যিয়ারত করল । সে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় যিয়ারত করবে।

তাহলে কী এটা সাধারনভাবে ব্যবহৃত হবে-অর্থাৎ হুযুরের যাহিরী হায়াতে ,হুযুরের ওফাতের পরে ,অথবা শুধুমাত্র জীবদ্দশায় দেখবে? এটা কী সাধারণভাবে ঐ ব্যক্তির জন্য যারা হুযুরকে দেখবে? কিংবা নির্দিষ্ট ঐ হাযরাতদের জন্য যাদের মধ্যে আহলে বায়েতও রয়েছেন? আর হুযুরের সুন্নাত কে অনূসরণ করেছেন অতএব শব্দগুলির সাধারণ অর্থের ধারনা দিচ্ছি অর্থের প্রত্যেকের জন্য সাধারণ এবং জাহিরী ও অদৃষ্ট কে সকলকে শামিল করেছে। আর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নির্দিষ্ট করা ব্যতিত এব নির্দিষ্ট করনের দাবী করাও অনর্থক ।ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন আবি যুমরা আলাইহির রহমা ফরমিয়েছেন যে,কিছু হাযরাত দ্বারা এই হাদিসের সাধারণতঙ্ম অগ্রহনীয় হয়েছে। তাদের বক্তব্য যাদের বিবেক রয়েচে এটা কিভাবে মানতে পারে যে মৃত কে কোন জীবিত ব্যক্তি দর্শন জগতে কি ভাবে দেখবে অর্থাৎ যিনি ইনতেকাল করে গেছেন তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পূনরায় দেখতে পাওয়া যাবে না। এই উক্তি সঠিক না হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বড় কারণ রয়েছে ঃ-

১.রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ইচ্ছায় কোন কিছু বলেন না। অতএব উপরের উক্তির দ্বারা হুযুরের বক্তব্যের অগ্রহনীয়তা স্বীকৃত হবে। ( আর যার দ্বারা ঈমাণ চলে যাওয়ার ভয় থাকবে)

২.ক্বাদীরে মুতলাক আল্লাহু তায়ালার কুদরত সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং তার

www.YaNabi.in





পক্ষে অসম্ভব হওয়া সাবস্ত্য হবে। ( যে আল্লাহ তায়ালা জাগ্রত অবস্থায় স্বীয় মাহবুবের জিয়ারত করাতে পারেন না)

তাদের উদাহরন হল ঐ রূপ যে, তারা সুরা বাকারার গাভীর ঘটনা হয়ত শুনেই নি। আল্লাহ তায়ালা কিরূপ ভাবে বললেন যে ওই মুর্দাকে গাভীর টুকরা দ্বারা আঘাত করো। আল্লাহ তায়ালা এরুপ ভাবেই মুর্দাদের জীবিত করেন। আর এভাবেই হযরাত ইব্রাহীম আলাই হিস্ সালাম আর চারটি পক্ষীর ঘটনা , অনুরূপভাবে হযরাত উমাইর আলাইহিস সালামের ঘটনা। তাহলে যে পবিত্র সত্তা গাভীর এক টুকরো দ্বারা মূর্দাকে আঘাত করা জীবন দানের কারণ বানিয়েছেন ।আর এই ভাবেই ওযাইর আলাইহিস সালামের আশ্চয্য হওয়াকে তাঁর ওফাত এবং তিনি যে গাধা নিয়ে এসেছিলেন তার মৃত্যুর পর পূনরায় একশত বছর পর জিন্দেগীর কারণ করেছিলেন , তিনি ঐ বিষয়েও ক্ষমতাবান যে , হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন কে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করানোর কারণ করে দিয়েছেন।

www.YaNabi.in

## হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আয়নার মধ্যে হুযুরের চেহারা মোবারকের দর্শনঙ্ম-

কিছু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্নিত - অতি সম্ভাব্য ধারণা যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুমা স্বপ্ন যোগে হুযুরের দর্শন করেন ,অতঙ্মপর হুযুরের হাদিস পাক (যে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখল,জাগ্রত অবস্থাতেও সে দেখবে) তাঁর স্মরণ আসে। তিনি এই সম্পর্কে ভাবতে থাকেন । ফলতঙ্ম তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম র কয়েকজন আজওয়াজে মুতাহারাত (পবিত্র গৃহিনী) নিকট তাশবিফ নিয়ে গেলেন। অতি সম্ভাব্য যে তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন। তিনি

তাঁর স্বপ্নের কথা সেখানে বর্ণনা করেন। এই সকল ঘটনা শ্রবন করার পর উম্মুল মুমিনিন হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা উঠে গেলেন এবং হুযুরের ব্যবহৃত পবিত্র আয়না নিয়ে এলেন । হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন-আমি সেই আয়না দেখতে শুরু করি; তখন আয়নার মধ্যে আমার চেহরা না দেখে হুযুরের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা কে দর্শন করলাম।

আর এই ঘটনা পরম্পর পূর্বের ও পরের একটি জামায়াত হতে যিকির করা হয়েছে । যাঁরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন করল আর তাঁদের মধ্যে যে সকল হযরত উক্ত হাদিসের সত্যতা যাঁচাই করল, তাঁরা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জাগ্রত অবস্থাতে দেখল। আর কিছু অবস্থা যে ক্ষেত্রে ঐ হযরাত সংশয় ছিল সে ব্যপারে হুযুরের নিকট আরয করেন ; সে মতাবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সকল বিষয় খন্ডনের ও খবর দিয়েছেন যে কিভাবে এই সংশয় দূর হবে তার শিক্ষা দিয়েছেন। এইভাবে তালিম দিয়েছেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ফরমিয়েছেন কোনরূপ কমবেশী ছাড়াই অনূরূপ হয়েছে। ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবি জুমরা ফরমিয়েছেন, উক্ত হাদিসের অস্বীকার কারী দুই অবস্থা থেকে বাতিল হবে না; প্রথমত যে আওলীয়া কেরামগনেরল কারামতের সত্যতা স্বীকার করবে কিংবা করবে না; যদি অস্বীকার কারী হয় ,তাহলে তার সহিত মতামত পেশ করা অনর্থক কারন সে ঐ বিষয় কে অস্বীকার করছে যা হাদিস ও সুন্নাত -এর স্পষ্ট দলীল দ্বারা সাবস্ত্য (অর্থাৎ তার কথা অনর্থক)। আর যদি সত্য ব্যক্তকারী হয় তাহলে যে ওই গোত্রের দলভুক্ত হবে। (অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় হুযুরের জিয়ারত মান্য কারীর ) এই জন্য কামেল আওলীয়া আসমান ও জমীনের খবর আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা আশ্চর্য ক্ষমতার

www.YaNabi.in





দ্বারা পূনঃপূন হতে থাকে ; যার ফলে এর ফলে এর সত্যতা পর অস্বীকারের কোন সংশয় থাকে না।

হযরত ইবনে আবি জুমরা আলাইহির রহমার বক্তব্য

ان ذالك عــام وليــس بـخـاص بمن فيـه الاہلية

والاتبـاع لسنتـه صـلـى الـلـه تـعـالىٰ عليه و سلم

এটা হল সাধারণ, জ্ঞানী ও সুন্নাতের অনুসরণ কারী দের জন্য নির্দিষ্ট নয় । তাঁর মত হল যে, ঘুমন্ত অবস্থাতেও হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জিয়ারত করলে জাগ্রত অবস্থাতেও এই দর্শনের সৌভাগ্যের সুমহান মর্যাদার অধিকারী হবে। এটা হল ওয়াদা কৃত জাগ্রত অবস্থাতে জিয়ারত ; যদিও তা একবারই হোক না কেন। কারণ এটা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র ওয়াাদার যাঁচাই এর জন্য ; যার খেলাফ হবে না। আর বেশীর ভাগ এমনই হয়েছে যে,সাধারণত মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে এই জিয়ারত হয়েছে। তাহলে হুযুরের ওয়াদা পূরণ করার জন্য রূহ শরীর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবে না,যতক্ষণ পর্যন্ত না জিয়ারত হবে।

www.YaNabi.in

বাকী রইল তাদের কথা আর তাদেরও জিয়ারত হবে সারা জীবনের মধ্যে বেশী বা কম। তাদের চেষ্টা আর সুন্নাতের হেফাজতের দিক দিয়ে পরন্তু সুন্নাতের অনুসরনের দূবর্লতা যা জিয়ারতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।

হাদীসঞ্জ-হয়রত ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ মুসলিমের মধ্যে হযরত মাতরাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন-

قـال قـال لـى عمران بن حصين قد كان يسلم على

حتــى اكتـويــت فتــرك ثـم تــركـت الكـى فعـاد

অর্থঃ-হযরত মাতরাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে আমাকে সালাম দেওয়া হত পুনরায় আমি সেঁক নিতে শুরু করলে সালাম বন্ধ হয়ে যায়।আবার যখন সেঁক নেওয়া বন্ধ তরে দিই পুনরায় সালাম শুরু হয়ে যায়।

হাদীসঃ-ইমাম মুসলিম আলাইহির রাহমা উক্ত হাদিস টি হযরত মাতরাফ হতে অন্য রাস্তায় বর্ণনা করেছেন।

عن مطروف قال بعث الیٰ عمران بن حصین فی مرضه

www.YaNabi.in

الذی توفی فیه فقال انی محدثک فان عشت فاکتم

عنی وان مت فحدث بها ان شئتانه قدسلم علی

অর্থঃ-হয়রত মাতরাফ হতে বর্ণিত যে,হযরত ইমরান বিন হাসিন যে রোগে ওফাত পেয়েছিলেন আমাকে ডেকেছিলেন ,আমি হাজির হলে তিনি বললেন , আমি তোমাকে বর্ণনা করছি (ফেরেশতারা আমাকে সালাম করে );যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে একে গোপন রাখবে,আর যদি ইনতেকাল হয়ে যায় । তখন ইচ্ছে হলে বর্ণনা করবে যে আমাকে সালাম করা হতো(অর্থাৎ ফেরেশতারা উক্ত সাহাবী কে সালাম করত)।

## ইমাম নবুবী আলাইহির রহমার ব্যখ্যা

ইমাম নবুবী আলাইহির রাহমা শারহে মুসলিমের মধ্যে প্রথম হাদিসের অর্থ বর্ণনা করেন যে,হযরত ইমরান বিন হাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বাওয়াসির রোগ হয়েছিল;ঐ ব্যথাতে তিনি ব্যথিত ছিলেন তখন ফেরেশতা তাঁকে সালাম করতো। পূনরায় তিনি সেঁক নিতে শুরু করলে ফেরেশতাদের সালাম আসা বন্ধ হয়ে যায়। পূনরায় যখন তিনি সেঁক নেওয়া বন্ধ করে দেন পূনরায়ফেরেশতারা সালাম দিতে শুরু করে ।





২য় হাদিসের ব্যাপারে ইমাম নবুবী বর্ণনা করেন যে,হযরত ইমরান বিন হাসিনের উক্তি যা হযরত মাতরাফ হতে বর্ণিত **عشت فاکتم عنی** যার অর্থ হল যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে এটা গোপনে রাখবে কারণএই রূপ কথা জীবিত অবস্থায় প্রকাশ হয়ে যাওয়া ফিৎনার সূত্রপাত হতে পারে ।তবে ইনতেকালের পর এরুপ প্রকাশ হলে ফিৎনার ভয় থাকে না।

## আল্লামা কুরতুবীর ব্যখ্যা

আল্লামা কুরতুবী শারহে মুসলিমের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে. ফেরেশতারা হযরত ইমরান বিন হাসিন কে সালাম করতো তার সম্মান ও তাযিমের জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বাওয়াসির রোগের জন্য সেঁক নেননি ফেরেশতার তাকেঁ সালাম করতো,কিন্তু সেঁক নেওয়া শুরু করলে ফেরেশতাদের সালাম আসা বন্ধ হয়ে যায় ।যার দ্বারা আওলিয়ায়ে কেরাম দের কারামত সাবস্ত্য হয়।

হাদীসঃ-ইমাম হাকিম আলাইহির রহমা মুসতাদরিক এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর সংশোধন করেছেন -মাতরাফ বিন আব্দুল্লাহর সুত্র ধরেই বর্ণনা করে হযরত ইমরান বিন হাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে তিনি বর্ণনা করেযে -হে মাতরাফ; এই কথা স্মরণে রাখবে যে,ফেরেশতারা আমাকে আমার মাথার কাছে ,ঘরের পাশে কামরার দরজার নিকটে সালাম করতে থাকতো ;যখন আমি সেঁক নিতে শুরু করি তখন এই সালামের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায়। পূনরায় যখন সেঁক বন্ধ করি তখন ফেরেশতারা পূনরায় সালাম করে।

অতঃপর হযরত ইমরান বিন হাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

www.YaNabi.in

হে মাতরাফ ,এটাই জেনে নাও যে. সে সালাম পূনরায় ফিরে এসেছিল . আমি এটা আমার মৃত্যু পর্যন্ত গোপন করবো। তাহলে এটা উপলব্ধির বিষয় যে,বাওয়াসিরে সেঁক দেওয়ার ফলে ফেরেশতাদের সালাম করা কিভাবে বন্ধ হয়ে যায় । বরং তাঁর জন্য ঐ রোগের শশ্রুষার খুবই প্রয়োজন ছিল ;তাহলে ঐ সালাম বন্ধ কেন হলো। কারণ বাওয়াসিরে সেঁক লাগানো সুন্নাতের খেলাফ।

www.YaNabi.in

## ইমাম বায়হাক্কীর ব্যখ্যা

ইমাম বায়হাক্কী শয়বুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন,যদি সেঁক লাগানো হারাম হত তাহলে হাযরাত ইমরান সেঁক লাগাতেন না এমনকি ক্ষুদ্র মাকরুহর দিকেও পা বাড়াতেন না। ফেরেশতারা তাঁকে সালাম করা বন্ধ করে দেয় যার কারনে তাঁর দুঃখ হয়; পূনরায় ইমাম বায়হাক্কী বর্ণনা করেন, তাঁকে ফেরেশতাদের এই সালামের সিলসিলাহ পূনরায় তাঁর ইনতেকালের পূর্বে দ্বিতীয়বার শুরু হয়ে যায়।

## আল্লামা ইবনে আসিরের ব্যখ্যা

আল্লামা ইবনে আসির নেহায়াতে বলেছেন,

ফেরেশতারা তাঁকে সালাম করতো যখন তিনি নিজের রোগের জন্য বাওয়াসিরে সেঁক লাগান তখন ফেরেশতারা সালাম করা বন্ধ করে দেয় কারণ এই সেঁক লাগানো এটা তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে সমর্পন , স্বীয় বান্দার পরীক্ষার উপর ধৈর্য ধারন ও আল্লাহর নিকট শেফা চাওয়ার বিপরীত। আর সেঁক লাগানোর বৈধতার ব্যপারে এটা বলা যে.এটা কোনরূপ ত্রুটি নয় এই কারণে যে.তাওয়াক্কুল মনোবাঞ্ছা পূরন ব্যতীত একটি উচ্চস্তর।

হাদিসঙ্ঘ-ইবনে সাআদ তাবকাতের মধ্যে হযরত কাতাদা হতে বর্ণনা





করেছেন যে .ফেরেশতারা ইমরান বিন হাসিনের সহিত মুসাফা করতেন । পরে তিনি সেঁক নিলে তাঁর কাছ থেকে ফেরেশতাদের দূরত্ব হয়ে যায় (মুসাফা করা বন্ধ হয়ে যায়)।

**হাদিস ঙ্ঘ**- আবু নাইম দালায়েলের মধ্যে ইয়াহ ইয়া বিন সাঈদ কাত্তান হতে বর্ণনা করেছেন -হযরত ইমরান বিন হাসিন রাদিয়াল্লানু আনহু হতে শ্রেষ্ট কোন সাহাবী বসরাতে তাশরীফ আনেননি। তাঁর নিকট ৩০ বছর ফেরেস্তারা আসতেন এবং তাঁর বাড়ির পাশ্ব হতে তাঁকে সালাম করত।

**হাদিসঙ্ঘ**- ইমাম তিরমীযি স্বীয় তারিখ গ্রন্থে আবু নাইম ও বায়হাক্কি দালাইল এর মধ্যে গাজালা হতে বর্ণনা করে বলেন ,হযরত ইমরান বিন হাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে হুকুম দিলেন যে. ঘরকে পরিষ্কার রাখতে এবং আমরা তাঁর উপর সালাম শুনতে পেলাম আস্সালামু আলাইকুম-কিন্তু কাউকে দেখতে পেতাম না। ইমাম তীরমিযী বলেন-এটা হল ফেরেশতাদের সালাম।

www.YaNabi.in

## ইমাম গাযালীর ব্যখ্যা

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাই স্বীয় কেতাব -আলমুনকীয মিনাদ্ দালাল এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন -যখন আমি জ্ঞান চর্চা থেকে বের হয়ে আসি তখন সুফীয়ায়ে কেরামদের পথে আমার লক্ষ্যস্থীর করি । আর ঐ সকল বিষয় যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি তা থেকে ফায়দা উঠাতে হবে। -আমি সঠিক ভাবে জ্ঞাত হয় যে,সুফীরাই হলেন আল্লাহর রাস্তার সঠিক পথিক । তাদের আচার ব্যবহার হল সবচেয়ে উত্তম। বরং যদি সব জ্ঞানী লোকের বিবেক ,বুদ্ধিজিবীদের হিকমত ও শরীয়তের জ্ঞান সম্পন্ন ওলামায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে ঐ সুফীয়ায়ে কেরামদের আচার ব্যবহার ও চারিত্রিক কোন পরিবর্তন করতে চায়,যা তাদের হতে উত্তম;তা তাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ তাঁদের প্রকাশ্য ও

www.YaNabi.in

অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম নবুওতের চেরাগের নুর হতে ফায়েজ প্রাপ্ত ও সাজানো এবং জমীনের উপরে নবুওতের রশ্মি ছাড়া আর কিছু নায় যা হতে রশ্মি পাওয়া যাবে।

ইমাম গাযালী এরূপও বলেছেন ,এরা হলেন সেই ব্যক্তি যারা পার্থীব জগতে ফেরেশতা ও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামদের আরওয়াহ কে দর্শন করে থাকেন; তাদের আওয়াজ শুনতে থাকেন এবং তাদের নিকট হতে ফায়দা হাসিল করে থাকেন ; পূনরায় তাঁদের নমূনা দর্শনের দ্বারা ঐ পর্যায়ে তাঁদের নমূনা দর্শনের দ্বারা ঐ পর্যায়ে পৌঁছান যেখানে শক্তিও সংকীর্ণতা অনূভব করে।

www.YaNabi.in

## কাজী আবুবকর বিন আরাবীর ব্যখ্যা

ইমাম গাযযালী বিশ্বস্ত শাগরেদ ক্বাজী আবু বকর বিন আরাবী যিনি মালিকী শায়েখদের মধ্যে একজন স্বীয় পুস্তক কানুনু তাবিল এর সধ্যে বর্ণনা করেছেন যে.সুফীয়াচে কেরামগন ঐ পথে অগ্রসর হন, যখন মানুষ নফসের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতা ,সম্পর্ক ছেদন ,দুনিয়ার পাথেয় অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় হতে বেজার , একই গোত্রের সঙ্গে মিলনের বাধা এবং সর্বক্ষন ইলম ও আমল চর্চার সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হয়;তখন তাঁদের অন্তরে কাশফ হয় তাঁরা ফেরেশতাদের দর্শন করতে থাকেন ,তাঁদের কথাবার্তা শ্রবণ করতে থাকেন এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালামের পবিত্র রুহ সমূহের সহিত পরিচিত হন। তাঁদের কথা শ্রবণ করেন। পূনরায় কাজী আবুবকর বিন আরবী অর্থাৎ ইমাম গাযযালীর প্রিয় শাগরেদ স্বীয় ধারণা প্রকাশ করে মন্তব্য করেন- আর আম্বিয়া ও ফেরেশতাদের দর্শন করা ;তাদের কথা শ্রবণ করা মোমিনদের জন্য কারমতের দ্বারা সম্ভব এবং কাফের দের জন্য সাজা।





## শাইখ আজিজুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম ও ইবনে হাজের বক্তব্য

শাইখ আজিজুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম আল ক্বাওয়ায়েদুল কুবরার মধ্যে এবং ইবনে হাজার আল মাদখাল এর মধ্যে বর্ণনা করেন -

জাগ্রত অবস্থায় হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দর্শন একটি সংকীর্ণ অধ্যয়। হ্যাঁ ; তিনিই এই মহত্ত্বের অধিকারী হন ,যিনি প্রিয় গুনে গুণান্বিত ।অর্থাৎ পরহেজগারী ও পবিত্রতায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু এই সময় এটা খুবই কম ববং সাধারণত অবিরল।

এতদ্বসত্তেও আমরা এর অস্বীকার কারী নই। যিনি এরূপ গুনের অধিকারী হবেন -যেমন আমাদের আকাবিরীন - আল্লাহ তায়ালা যাঁদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হেফাজত করেছেন। (অর্থ্যৎ তাঁরা জাগ্রত অবস্থায় হুযুরের দর্শন করেছেন।)

www.YaNabi.in

পূনরায় বলেন ; কিছু ওলামা এর অস্বীকার করেছে;এবং রে কারণ বর্ণনা করেছে যে-

প্রশ্ন ঃ- ফানা হয়ে যাওয়া দৃষ্টি ,বর্তমান উপস্থিত বস্তুকে দর্শন করতে পারে না; আর রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাক্বার জগতে রয়েছেন এবং দর্শন কারী দৃষ্ট জগতে ।

উত্তরঃ- সাইয়েদী আবু মুহাম্মাদ বিন আবি জুমরার এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলেন যে;মোমিহ বান্দা মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ তায়ালার দর্শন করবে যিনি চীরস্থায়া তাদের মধ্যে (বান্দাদের) প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত সত্তর বার মারা যায়।

## কাজী শরফুদ্দিন হেবাতুল্লাহর বক্তব্য

কাজী শারফুদ্দিন হেবাতুল্লাহর বিন আব্দুর রহিম বারথি স্বীয় পুস্তক **كتاب توثيق عرى الايمان** এবং ইমাম বায়হাক্বী **كتاب الاعتقاد** পুস্তকে মন্তব্য করেছেন -আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাম এর রুহ কবজ হওয়ার পর পূনরায় তাঁদের পবিত্র শরীর মোবারক ফিরিয়ে দেওয়া হয়; তাঁরা শহীদের ন্যায় স্বীয় রবের নিকট জীবিত থাকেন। হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মেরাজ শরীফের রাত্রীতে) তাঁদের একটি জামায়াত কে দেখলেন এবং তাঁর খবর দিলেন । হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র কথা মোবারত ধ্রুব সত্য । আমাদের দরুদ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর পেশ করা হয়। আর এটাও যে মহান আল্লাহ তায়ালা জমীনের জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পবিত্র গোস্ত মোবারক খাওয়া (শরীর মোবারক স্পর্শ করা) হারাম করেছেন।

www.YaNabi.in

হযরত বারুজী আলাইহির রহমা সংযোজন করে বলেছেন আমাদের সময়ে এবং এর পূর্বে ও কামেল আওলিয়ার একটি জামায়াত সম্পর্কে শোনা গিয়েছিল যে,ঐ সকল হযরত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বেসাল শরীফের পর হুযুরকে দৃষ্ট জগতে দাগ্রত অবস্থায় জীবিত দেখেছেন। হযরত বারুজী বলেছেন,শাইখুল ইসলাম ,শাইখুল ইমাম আবুল বায়ান নাবাউবনু মোহাম্মাদ বিন মাহফুজ দামাশ্কী স্বীয় ছন্দের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

## শাইখ আকমালুদ্দীন বাবুরতী হানাফী বক্তব্য

শাইখ আকমালুদ্দীন বাবুরতী হানাফীর আলাইহির রহমা শারহুল মাশারেক এর মান রা আনী -অধ্যয়ে বর্ণনা করেন যে,





দুই ব্যক্তির স্বপ্নযোগ ও জাগ্রত অবস্থায় একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচটি নিয়ম রয়েছে-যাত ও সেফাতের ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়া বরং এর ও অধিক ;অথবা পরিস্থিতি গতদিক দিয়ে একত্রিত যা আরও উপরে। কর্মের দিক দিয়ে সম্মিলন ;অথবা মর্যাদার দিক দিয়ে একত্রিত হওয়া আর দুটি বস্তু অথবা দুইয়ের অধিক বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক বোঝা যায় তা উক্ত পাঁচটি হতে বর্হিভূত নয়। বিভেদের সময় নিজ ক্ষমতা ওদূবর্লতার বিত্তিতে এই মিলিত হওয়া কম বেশী হয়ে থাকেষ আর কখমও এর বিপরীতে এই মিলন শক্তিশালী হয়ে থাকে। অতএব প্রেমের শক্তি এই পর্যায়ে হয়ে যায় যে, দুই ব্যক্তিত্বের (অর্থাৎ স্বপ্নে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় দর্শনকারী এবং যাঁকে দর্শন করা হয়) ছেদন হওয়ার অনুভব হয় না। আবার কখনও এর বিপরীত হয়ে যায় । অতএব যাঁর এই পাঁচ ওসুল হাসিল হয়ে যায় পূণরায় তাঁর এবং অতীত হয়ে যাওয়া কামেল রুহের মধ্যে সম্বকম স্থাপন সাবস্ত্য হয়ে যায়। পূনরায় তাদের মিলিত হওয়া ইচ্ছামত হয়ে থাকে।

## শাইখ সাফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুর এর বক্তব্য

শাইখ সাফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুর স্বীয় রিসালা ও শায়েখ সাইফুদ্দিন ইয়াফি রওদুর রিয়াদিন এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন-

শাইখ কাবীর ,মাশায়েখ আরিফিনের সর্দার আর স্বীয় সময়ের জনগনের জন্য বরকত হযরত আব্দুল্লা কুরাইশি বর্ণনা করেছেন ,যখন মিশরের মধ্যে জিনিস পত্রের মূল্য চড়া হয়ে যায়;তখন আমি মহান রবের দরবারে দোয়া করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি ,তখন আমাকে বলা হয় যে দোয়া করো না এক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে কারও দোয়া শোনা হবে না;পরে আমি সিরিয়ায় সফর করি এবং হযরত সাইয়েদুনা খলিলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র কবর শরীফের নিকট পৌঁছায় এবং তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করি। আমি আরয করি হে আল্লাহর রসুল ;

www.YaNabi.in

মিশরের বাসীদের জন্য আপনার নিকট দোয়ার ক্ষেত্রে আমার আবেদন মঞ্জুর করুন;অতঙ্গপর তিনি দোয়া করলে মিশরের বাজার দর সস্তা হয়ে যায়।

www.YaNabi.in

হযরত ইয়াফি বর্ণনা করেন,শাইখ আব্দুল্লা কুরশীর বক্তব্য تلقانى الخليل (অর্থাৎ হযরত খলিল আলাইহিস সালামের সহিত আমার সাক্ষাৎ ) হল সত্য। এর অস্বীকার সেই করবে যে ঐ সকল কামেল আওলিয়াদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞান । আর যার দ্বারা তাঁরা ( আওলিয়া কেরাম ) আসমান ও জমীনের দর্শন করে থাকেন এবং আম্বিয়াদের জাগ্রত দর্শন করে থাকেন। যেখানে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কে জমীনের (কবর শরীফ) মধ্যে দেখেছিলেন আবার হযরত মুসা আলাইহিমুস সালাম ও অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর জামায়াত কে আসমানে দেখেছিলেন এবং তাদের হতে খোৎবা শ্রবণ করেছেন;অতএব প্রকৃতই এই কথা সাবস্ত্য হল যে., আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামার মোজেযা স্বরূপ সম্ভব এবং আওলীয়ায়ে কেরাম গণের কারামত স্বরুপ সম্ভব ;কিন্তু চ্যালেঞ্জ স্বরূপ নয় কারঙ্গ চ্যালেঞ্জ আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামদের হয়।

## হুযুর সাইয়্যেদুনা গাওসে পাকের ঘটনা

শাইখ সিরাজুদ্দিন বিন আল মালকাম তাবকাতুল আওলীয়া র মধ্যে বর্ণনা করেছেন শাইখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে. আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জোহরের পূর্বে দেখলাম হুযুর ফরমালেন ,





বেটা তুমি কালাম (ওয়াজ) কেন করছো না,আমি আরয করলাম ,আব্বা হুযুর ,আমি একজন অনারবী বাগদাদের আরবী জন সম্মুখে কিভাবে ওয়াজ করবো,হুযুর ইরশাদ করলেন,মুখ খোলো .আমি মুখ খুললাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখের মধ্যে স্বীয় থুথু মোবারক সাতবার দিলেন। পূনরায় ইরশাদ করলেন জন সম্মুখে ওয়াজ করো এবং নিজ রবের দিকে হিকমত ও সুন্দর ওয়াজের দ্বারা দাওয়াত দাও। পূনরায় আমি জোহর আদায় করলাম এবং বসেপড়লাম। এক বড় গোষ্ঠী আমার সম্মুখে হাজির হয়ে গেছে কিন্তু আমার পূনরায় সংশয় হতে লাগল (অর্থাৎ ওয়াজ করার সাহস হচ্ছিল না)। তখন আমি হযরাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখলাম যে, মাজলিসের মধ্যে আমার সম্মুখে দন্ডায়মান রয়েছেন । তিনি ফরমালেন; বেটা ওয়াজ কেন করছো না,আমি আরয করলাম যে , ভীত হওয়ার কারণে কথা বলার সাহস পাচ্ছি না। এর পরিপেক্ষিতে তিনি ফরমালেন;মুখ খোলো আমি মুখ খুললাম তিনি তন্মধ্যে স্বীয় থুথু মোবারক ছয়বার দিলেন। আরয করলাম আপনি সাতবার কেন পূরো করলেন না,তিনি ইরশাদ করলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদাবের জন্য। অতঙ্গপর তিনি প্রস্থান করলেন। আমি মন্তব্য করলাম ,চিন্তা ডুবুরী অন্তর সমুদ্রের মহৎ মতীর জন্য ডুব দেয়,আর তার বক্ষতীরে বের সেচন করে নিয়ে আসে,পূনরায় সুন্দর বাচন ভঙ্গী বক্তাকে আহ্বান করে, ফলে ক্রয় করা হয় পবিত্র মূল্য ও সুন্দর অনুসরনের দ্বারা যাদের ঘর মহান আল্লাহ তায়ালা উচ্চ করার হুকুম দিয়েছেন।

www.YaNabi.in

## শাইখ খলিফা বিন মুসা নহর মালিকী

শাইখ সিরাজুদ্দিন বিন নুলক্বান শাইখ খলিফা বিন মুসা নহর মালিকীর তরজমায় বর্ণনী করেছেন যে তিনি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায়ৈ বেশী বেশী রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জিয়ারত করে থাকেন। কথিত আছে,তাঁর অধিকাংশ কাজ ঘুমন্ত কিংবা দাগ্রত যে কোংন অবস্থা তেই হুযুরের আদেশ নির্দেশেই হয়ে থাকত। আর তিনি একরাত্রীতে ১৭ বার রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দর্শন করেন।ঐ সকল খাওয়াবের মধ্যে একটিতে আক্কা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান,-হে খলীফা আমার হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা-বহু সংখ্যক আওলীয়া আমার জিয়ারতের আশায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু দীদাবকরতে সফল হয়নি।

www.YaNabi.in

## কামাল আদফবীর বক্তব্য

কামাল আদফবীর -তালিই সাইদ এর মধ্যে সফী আবি আব্দিল্লা মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আসওয়ানী যিনি আখিমের অবস্থান করতেন এবং আবু ইয়াহইয়া বিন সাফিইর সামীর সধ্যে ছিলেন যিনি সলাহর সহিত প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁর বহু কাশফ ও কারামত ছিল। তাঁর সম্পর্কে ইবনেদাকিকুল ঊদ , ইবনে নোমান ও কুতুব আসক্বালানী লিখেছেন-তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জিয়ারত করতে থাকতেন এবং হুযুরের সহিত ইজতেমাও করতেন।





## শাইখ আব্দুল গাফ্ফার বিন নুহ কাওসীর বক্তব্য

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আবু আব্দুল্লা আসওয়ানি মুক্বীম আখিমের সহচর্য ছিলেন , শাইখ আব্দুল গাফ্ফার বিন নুহ কাওমী স্বীয় পুস্তকে كتاب الوحيد এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে,তিনি অর্থাৎ শাইখ আবু ইয়াহইয়া আবু আব্দুল্লা আসওয়ানী প্রতি মূহূর্তে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দীদার করতেন। এখন কোন মূহূর্ত ছিল না; যাঁর খবর হুযুর দেন নি।

www.YaNabi.in

## কেতাবুল ওহীদের বক্তব্য

শাইক আবুল আব্বাস মুরসীর হুযুরের সহিত এমনই সম্পর্ক ছিল যে, যখন শাইখ আবুল আব্বাস হুযুরের প্রতি সালাম পেশ করতেন তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তর দিতেন । আবার যখন হুযুরের সহিত কথাবার্তা বলতেন হুযুর তাঁর উত্তর দিতেন।

## শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আতাউল্লাহর বক্তব্য

শাইখ তাজুদ্দীন ইবনে আতাউল্লাহ লাতায়েফুল মানান এবর্ণনা করেন যে. এক ব্যক্তি হযরত শাইখ আবুল আব্বাস মুরসী কে বললেন ,সায়্যেদী ,আপনি আপনার এই হাত দ্বপারা আমার মুসাফার ধম্য করান করাণ আপনি বহু শহরের বহু কামেল আওলীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেছেন।প্রত্যুত্তরে হযরত শাইখ মুরসী আলাইহি র রহমা বলেন,খোদার ক্বসম এই হাতের দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অপর কারও সহিত মুসাফা করিনি। তিনি আরও ইরশাদ করেন ,যদি চোখের পলক ফেলার সধ্যেই হুযুর কে যদি আমি দর্শন করতে না পারি ,তাহলে আমি নিজেকে মুসলমানের মধ্যে গন্য করি না।

## শাইখ সফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুরের বক্তব্য

শাইখ সাফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুরের বক্তব্য ঃ-শাইখ সাফিউদ্দিন ইবনে আবি মানসুর স্বীয় বিসালার মধ্যে ও শাইখ আব্দুল গাফ্ফার ওহিদ এর মধ্যে শাইখ আবুল হাসান ও নাতি থেকে ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে,আমিকে শাইখ আব্দুল আব্বাস তাবখী এই কথা বলেছেন যে,

### প্রথম ঘটনা

আমি সাইয়েদী আহমাদ বিন রিফাই আলাইহির রহমার নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য হাজির হলাম। তিনি বললেবন, আমি তোমার শাইখ নই, তোমার শাইখ হলেন কামার বাসিনাদা আব্দুর রহিম ষ বললেন অতঃপর আমি কানার দিকে সফর করলাম আর হযরাত শাইখ আব্দুর রহিমের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন -তুমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চিনেছো আমি বললাম না,তিনি বললেন আচ্ছা ;তুমি বায়তুল মুকাদ্দাস চলে যাও আর হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চিনে নাও। পূনরায় আমি বায়তুল মুকাদ্দাস যখনই পৌঁছালাম হঠাৎ দেখলাম যে, আসমান ও জমীন ,আরশ -কুরসীর মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভরে আছেন (সকল স্থানেই হুযুরই হুযুর )। আমি পূনরায় শাইখ আব্দুর রহিমের নিকট ফিরে এলাম -তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ,তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে চিনেছো, আমি বললাম -হ্যাঁ, অতঃপর তিনি বললেন , এখন তোমার ত্বরীকাত পূর্ণ হয়েছে। কোন কুতুব আওতাদ এবং ওলী ততক্ষনই কুতুব , আওতাদ ও ওলী হবে যখনই হুযুরের মারেফাৎ হাসিল হবে।

www.YaNabi.in





### দ্বিতীয় ঘটনা

কেতাবুল ওহীদের মধ্যে বর্ণিত মক্কা মোকার্‌রামার মধ্যে যে ব্যক্তিদের আমি দেখলাম তাদের মধ্যেও একজন শাইখ আব্দুল্লা জিলানী তিনি আমাকে বলছেন যে,তার সমস্ত জিন্দেগীর মধ্যে শুধু একবার নামায সঠিক হয়েছিল তা হল সকালের নামায সময় আমি মাসজিদে হারামের মধ্যে ছিলাম যখন ইমাম তাকবীর তাহরীমা পড়ল আমিও পড়লাম। (অর্থাৎ নিয়াত করলাম) তখন কেউ আমাকে জোরপূর্বক ধরল; আমি দেখলাম যে , সামনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নামায পড়ছিলেন এবং তার পিছনে ছিল দশ আমিও তাদের সাথে নামায পড়লাম ।এই ঘটনা হল ৬৭৩ হিজরী,এই নামাযের প্রথম রাকায়াতে সুরা মুদাসির আর ২য় রাকায়াতে আম্মা ইয়াতাসাআলুন তেলায়াৎ ফরমালেন।পূনরায় সালাম ফিরে এই দুয়া করেছিলেন।

اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين لا طمعا فى

بر ک ولا رغبة فيما عندک لان لک المنة علينا بايجادنا قبل

ان لـم نـكـن فلک الـحـمـد عـلـى ذالک لا الـه الا انـت

**অর্থ ঃ**-হে ,আল্লাহ আমাকে হেদায়াত ওয়ালা , হেদায়াত কারী বানাও , গুমরাহীর মধ্যে নয়। গুমরাহ না বানাও অর্থাৎ শুধুমাত্র তোমার যাতের উলফত দান করো। কারণ আমার মাওজুদ হওয়ার পূর্বে তুমি চিরন্তন হতে আমাদের বখশাও। এটা তোমার এহসান , আর যার জন্য তোমার প্রশংসা তুমি ছাড়া কেউ কোন মাবুদ নেই।

www.YaNabi.in

যখন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফারিগ হয়ে গেলেন ইমাম সালাম ফিরে ছিল ,কিন্তু আমি গাফিল হয়ে গেলাম,পূনরায় সালাম ফিরলাম।

## ৩য় ঘটনা

শাইখ সাফীউদ্দিন আলাইহির রাহমা স্বীয় রিসালার মধ্যে বর্ণনা করেন, আমাকে শাইখ আবুল হাসান হারার বর্ণনা করেছেন-একদা আমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দরবারে হাজির হলাম; অমি আপনাকে আওলিয়াদের জন্য বেলায়াতের ফরমান লিখে ফরমালাম । ঐ ফরমানের মধ্যে একটি ফরমান আমার ভাই মুহাম্মাদ আলাইহির রহমার জন্যও ছিলেন । শাইখ সাফী ফরমালেন,শাইখের এই ভাই বেলায়াতের মধ্যে বড় মর্যাদা রাখতেন । তাঁর চেহারায় এমন নুর ছিল,যার দ্বারা তাঁর বেলায়াত গোপন হত না, আমি এ সম্পর্কে শাইখকে জিজ্ঞাসা করলাম । উত্তরে তিনি বললেন ,রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারায় ফুঁক দিয়েছিলেন ।এই নুর হল সেই ফুঁক শরীয়তের বরকত।

## চতুর্থ ঘটনা

শাইখ সাফিউদ্দিন আলাইহির রহমা বর্ণনা করেছেন, আমি শাইখ কাবীর আবু আব্দুল্লা কুরতুবী,যিনি শাইখ কুরাশীর বড় সহচর্যের মধ্যে ছিলেন , যিনি বেশীর ভাগই মদিনা শরীফে অবস্থান করতেন। তাঁর বিশেষ সম্পর্ক হুযুরের বারগাহের সহিত থাকত . কথাবার্তা, সালামের উত্তর সবকিছু হুযুরে বারগাহ থেকে হতো তাঁকে আমি দেখেছি , যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মোবারাক নিয়ে মিশরের ওলী মালিক কামিলের নিকট মিশরে গেলেন। উক্ত নামা মোবারাক দিয়ে মদিনা শরীফে ফিরে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে মিশরে কাওকে কী দেখেছেন তিনি উত্তর দিলেন যে, শাইখ কুরাইশির খাস সহচরের মধ্যে শাইখ আবুল আব্বাস কুসতুলানীকে দেখলাম ,যিনি স্বীয় সময়ের মিশরের যাহেদ ছিলেন;





যাঁর আধিকাংশ সময় মক্কা শরীফে কেটেছে . তিনি ফরমালেন ,শাইখ আবুল আব্বাম একবার হুযুরের দরবারে হাজির হলে তিনি ফরমালেন ﴿اخذ الله بيدك يا احمد﴾ অর্থাৎ হে , আহাম্মাদ আল্লাহ তোমার মাদাদ করুন।

## হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের সংশোধন ফরমাচ্ছিলেন

কিছু সংখ্যক কামিল আওলীয়া এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এই ওলী এক ফকীহর মাজলিসে উপস্থিত হন ঐ ফকীহর একটি হাদিস শরীফ বর্ণনার সময় ঐ ওলী বলে ওঠেন,এই হাদীস বাতিল হয়েছে -ফকীহ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কিভাবে এটা জানালেন যে,এই হাদিসটি বাতিল তখন ওলী উত্তর দিলেন ,আপনার মাথার সন্নিকটে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্ডায়মান রত অবস্থায় এর হুকুম ফরমাচ্ছেন যে. আমি এটা বলি নি,পূনরায় ঐ ফকীহর উপরেও কাশফ হল এবং হুযুরের দর্শন করলেন।

www.YaNabi.in

## সায়্যেদ আলাইহির রহমার ঘটনা

হযরত উবনে ফারেস আলাইহির রহমা স্বীয় পুস্তক المنح الالهيه فى مناقب السادة الوفائيه মধ্যে বর্তমান তিনি লিখেছেন , আমি সাইয়েদী আলি আলাইহিস সহমা কে বলতে শুনেছি যে. আমি পাঁচ বছরের যখন ছিলাম তখন এক সাহেব যাঁকে শাইখ ইয়াকুব বলা হত; তাঁর নিকট কোরান পাক পড়তে যেতাম । একদা আমি যখন তাঁর নিকট গেলাম তখন হুযুরে আকরাম সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলাম ঘুমন্ত অবস্থায় নয়। তখন হুযুরের পবিত্র শরীর মোবারক সাদা রংয়ের সুতীর কামিস ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কামিস ও দেখলাম । ।

হুযুর ইরশাদ করলেন পড় আমি সুরা দুহা এবং সুরা আলাম নাশরাহ শুনালাম। পূণরায় হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হতে অন্তরালে চলে গেছেন। যখন আমি ২১ বছরের ছিলাম তখন কোরাফা নামাক স্থানে ভোরের নামাযের তাকবীর তাহরীমা পড়তেই হুযুরকে আমার সামনে হাজির দেখলাম । তিনি আমার সহিত মুয়ানাকা করলেন এবং পূনরায় ফরমালেন وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ তৎক্ষনাৎ আমি আমার ভাষা পেয়ে গেলাম।

## ইমাম রেফাই আলাইহির রহমার হাত চুম্বন

কিছু মাজমার মধ্যে বর্তমান সাইয়েদুনা ইমাম রেফাই আলাইহির রহমা হজের সময় যখন হুজরা শরীফের নিকট দন্ডায়মান হলেন,এই পংক্তিটি তিনি পাঠ করছিলেন।

www.YaNabi.in

فى حالة العبد روحى كنت ارسلها

تقبل الارض عنى فهى نائبتى

وهذه نوبة الاشباح قد حضرت

فامدد يمينک کی تحظی بها شفتی

অর্থাৎ ইয়া রাসুলাল্লাহ যখন আমি দুরে ছিলাম তখন আমার রুহকে পাঠাতাম যা আমার নায়েব হয়ে যমীনকে বুসা দিত। এখন আমি স্বশরীরে হাজির হয়েছি অতএব পবিত্র হস্ত বাইরে বাড়িয়ে দেন,যাতে আমার ঠোঁট বুসা দিতে পারে । তখন পবিত্র মাজার শরীফ হতে হুযুর হস্ত মোবারক বাইরে এলে তিনি হস্ত মোবারকে বুসা দিলেন।





## সাইয়েদ নুরুদ্দিন আইজীর সালামের উত্তর

শাইখ বুরহাদ্দিন বাক্কাইর মুযাম এ রয়েছে , আমাকে বর্ণনা করলেন আবুল ফযল বিন আবুল ফযল নুআইরি যে,শরীফ আফিফুদ্দিন এর পিতা সাইয়েদ নুরুদ্দীন আইজী যখন রওজা মুবারক হাজির হলেন এবং আরয করলেন , আস্‌সালামু আলাইকুম আইয়োহান নবী ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বরকাতুহু তখন সে সকল লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিল তাঁরা রওজায়ে আনওয়ার হতে শুনলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ইয়া ওলাদী।

## শাইখ আবুবকর দিয়ার বাকারী আলাইহি রহমা

শাইখ আবুবকর দিয়ার বাকারী আলাইহি রহমা হাফিজ মুহীবুদ্দীন বিন নাজ্জার স্বীয় তারিখের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে. আমাকে মুবারক বিনআব্দুল্লা বিন মোহাম্মাদ বিন নুযুরী বর্ণনা করেছেন , তিনি ফরমালেন আমার শাইখ আবু নসর আব্দুল্ল ওয়াহিদ বিন আব্দুল মালাক বিন মুহাম্মাদ বিন আবু সাইদ সুফী করখী এই ঘটনা শুনিয়েছেন।

আমি হজ্ব করলাম এবং হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জিয়ারত করলাম। আমি পবিত্র হুজরা শরীফের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম ; সেই সময় শাইখ আবু-বকর দিয়ার বাকারী তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং হুযুরের মাজার শরীফের নিকট দাঁড়িয়ে আরয করলেন

السلام عليک يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

তখন আমি এবং ওখানে উপস্থিত সকলে শুনলেন।

وعليک السلام يا ابابكر

(অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রাওজা মুবারকের ভিতর থেকে সালামের উত্তর দিলেন)

www.YaNabi.in

## একজন হাশমী খাতুনের ঘটনা

ইমাম শামসুদ্দীন মোহাম্মাদ বিন মুসা বিন নুমানের مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام কেতাবে তিনি বর্ণনা করেছেন যে,আমি ইউসুফ বিন আলি জানাতী কে বর্ণনা করতে শুনেছি ।

এক হাশমী খাতুন যিনি মদিনা শরীফে বসবাস করতেন। কিছু খাদেম তাঁকে কষ্ট দিত। ঐ খাতুন হুযুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন,তখন রওযা শরীফ হতে ইরশাদ হতে শুনলেন যে, তোমার জন্য আমার আদর্শ নয় কী যেরূপ আমি ধৈর্য্য ধারণ করেছি ,তুই-ই খবর কর। এরূপ বাক্য ছিল ,ঐ খাতুন বলেন যে, আমি যে সমস্যা ও বিপদে ছিলাম তা দূরীভূত হয়েছিল তা দূরীভূত হয়েছিল ; আর ঐ দিন খাদেম যারা আমাকে কষ্ট দিত তারা মারা যায়।

## রওজা আনওয়ারে আরাবীর ফরিয়াদ ও সু-সংবাদ লাভ

ইবনু সিমআনী কেতাবুদ দালায়েল এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন , আবুবকর হেবাতুল্লাহ্ বিন ফরয খবর দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন আমাকে আবুল কাসেম আব্দুর রহমান বিন উমর বিন আলান তিনি আমাকে বলেছেন আলি বিন মুহাম্মাদ আলি ; তিনি বলেছেন আমাতে হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমাদ বিন হাশিম তাঈ ; তিনি বলেছেন আমাকে আমার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি সালমা বিন কুহিল থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি আবু সাদেক হতে বর্ণনা করেছেন , তিনি আলী বিন আবি ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে তিনি ইরশাদ করেছেন যে,

www.YaNabi.in





হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ওফাতের তিনদিন পর একজন আরাবী (গ্রামের বাসিন্দা) আমার নিকট এলো ; এবং নিজেকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মাজার শরীফের উপর এলিয়ে দিলো; আর কবর শরীফের মাটি মোবারক নিয়ে নিজ মস্তকে দিতে দিতে এরূপ বলছিল -ইয়া রাসুলাল্লাহ ,সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , আপনি ফরমিয়েছেন আমি শুনেছি ,যা আপনি আল্লাহ পাক হতে হিফজ করেছেন এবং আমি তা আপনার হতে হিফজ করেছি। আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর যা নাযীল করেছেন (কোরান শরীফ ) তার মধ্যে বর্তমান-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ
اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ-এবং যদি তারা নিজেদের উপর যুলুম করে ; তাহলে হে হাবীব, তোমার দারস্ত যেন হয়; পূনরায় আল্লাহর কাছে মাফ চায় এ বং রসুল তাদের শাফায়াত করেন,তাহলে অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুল কারী মেহেরবানী পাবে। (কানযুল ইমান)

আমি আমার জানের উপর যুলুম করেছি এবং আপনার দরবারে হাজির হয়েছি অতএব আপনি আমার শাফায়াত করেন;তখন মাজার শবীফ হতে সুসংবাদ দেওয়া হল,নিঃসন্দেহে তোমাকে মাফ করা হয়েছে।

## হযরত সাইয়েদুনা সিদ্দিকে আকবাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারামাত

হযরত ইবনে সিমআনি বর্ণনা করেন, আমি ইমাম ইমামুদ্দিন বিন ইসমাইল বিন হেবাতুল্লাহ বিন বাতিশির মাযিলুশ শুবহাতে ফি ইসবাতিল কারামাত পুস্তকে দেখেছি,যার মধ্যে সাহাবা ,তাবেইন , তাবে-তাবিইন এবং পরবর্তী দেরও নমুনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তন্মধ্যে হযরত সাইয়েদুনা সিদ্দিকী আকবারেরও কারামাত বর্ণনা করা হয়েছে যখন হযরতের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হল, তখন তিনি হযরত সাইয়েদাহ আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন,তোমার এই দুইভাই ও দুই বোন রইল। তখন হযরত সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরয করলেন ,আমার দুই ভাই মোহাম্মাদ ও আব্দুর রহমান রয়েছে দুই বোন কোথায় আমার তো শুধুই একজন বোন আসমা তখন সাইয়েদুনা সিদ্দিক আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,জাওয়াবিত বিনতে খারিজা গর্ভবতী তার পেটে কন্যা সন্তান রয়েছে পরবর্তীতে হযরত উম্মে কুলসুম ভুমিষ্ট হয়েছিলেন।

## হযরত সাইয়েদুনা ফারুখে আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারামাত

উক্ত আসারে হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সারিয়ার ঘটনাও রয়েছে যখন খোৎবা দেওয়ার সময় তিনি ফরমালেন,ইয়া সারিয়াতুল যাবাল, আব যাবাল । এতে বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁর কথা হযরত সারিয়ার কথা শুনিয়েছিলেন। আর এরূপ ভাবেই মিসরের নীল নদে তাঁর চিঠি দেওয়া এবং শুকিয়ে যাওয়ার পর পূনরায় জারী হওয়ার ঘটনা।

www.YaNabi.in





## সাইয়েদুনা ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু' র কারামাত

উক্ত আসরের মধ্যে সাইয়েদুনা ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা আব্দুল্লা বিন সালাম বর্ণনা করেন,যখন তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন ঁহযরতের সন্নিকটে আমি এলাম যেন তাঁকে সালাম করি; তিনি ফরমালেন ঁমারাহাবা হে ভ্রাতা আমি এখনই আলো প্রবেশের রাস্তা দিয়ে হুযুরের দর্শন করলাম।

হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন হে ওসমান ,লোকেরা তোমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে,আমি উত্তর দিলাম -জি হ্যাঁ , তখন একটি পাত্র দিলেন যাতে পানি ছিল এবং আমি তা পান করলাম। আমি তার শীতলতা দুইবক্ষের মধ্যবর্তী স্থলে অনুভব করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাও তাহলে আমার সহিত ইফতার করবে । আর আমি হুযুরের সহিত ইপতার করাকে পছন্দ করলাম । ওই দিনই হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন।

হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনা খুবই প্রশিদ্ধ ছিল যা হাদিসের পুস্তক সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে । লেখক এই ঘটনায় জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতের অর্থ করেছেন। তা না হলে কারামতের আধ্যায়ে এটা বর্ণনা সঠিক হতো না।আর কারামাতের অস্বীকার কারীরা এর অস্বীকার করত।

www.YaNabi.in

## আবুল হুসাইন মোহাম্মাদ বিন সামাউন রাদিয়াল্লাহু আনহু' র ঘটনা

মামিলুর শুবহাত পুস্তকের মধ্যে হযরত আবুল হুসাইন মোহাম্মাদ বিন সামাউন বাগদাদী মুফীর ঘটনা আবু তাহির মোহাম্মাদ বিন অলিব আলাফ বর্ণনা করেছেন-একদা আমি অবুল হুসাইন মোহাম্মাদ বিন সামাউনের ওয়া জের মাজলিসে হাজির হলাম। তিনি উপর উপবিষ্ট হয়ে খেতাব করছিলেন । আবুল ফাতাহ আল কাওয়াসী চেয়ারের পাশে বসে ঢুল ছিলেন হঠাৎ হযরত আবুল হুসাইন বলে উঠলেন এখনই তুমি ঘুমের মধ্যে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিয়ারত করলে কী আবুল ফাতাহ বললেন -জি , তখন তিনি বললেন এই ভয়ে আমি ওয়াজ করা বন্ধ করে দিলাম । যেন তুমি জেগে না যাও এবং এই জিয়ারতে ব্যঘাত না ঘটে । এর দ্বারা বোঝা গেল , হযরত সামাউন হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিয়ারত জাগ্রত অবস্থায় করেছিলেন এবং আবুল ফাতাহ ঘুমন্ত অবস্থায়।

## ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু' র ঘটনা

আবুবকর বিন আবি আবয়াজ স্বীয় খন্ডে বর্ণনা করেছেন , আমি আবুল হাসান হতে শুনেছি তিনি বলেছেন আমি জামাল জাহিদ এই কথা বলেছেন যে আমাকে আমার কিছু সাথী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন-মক্কা মোকাররামায় এক ব্যক্তি ছিল যিনি ইবনে সাবিত নামে পরিচিতি ছিলেন। তিনি ৬০ বছব যাবৎ শুধু মাত্র হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম পেশ করার জন্য মক্কা শরীফ হতে মদিনা শরীফে গমন করতেন হঠাৎ দেখেন যে,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দন্ডায়মান রয়েছেন এবং ইরশাদ করছেন,-হে ইবনে সাবিত তুমি আমার জিয়ারত করোনি সেইকারণে আমি দেখতে চলে এলাম ।

www.YaNabi.in





## জাগ্রত হয়ে নবী পাকের দর্শনের যৌক্তিকতা

**আওয়াল;-** ইমাম সিয়ূতী বর্ণনা করেন জাগ্রত অবস্থায় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জিয়ারত অধিকাংশ অন্তরের দ্বারা হয়ে থাকে ;পূণরায় তা উন্নত হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে. চক্ষু দ্বয়ের দ্বারাও জিয়ারত শুরু হয়ে যায়। এর সম্পর্কে ক্বাজী আবুবকর বিন আরাবীর ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। চক্ষুর দ্বারা জিয়ারতের অর্থ এরূপ নয় যে রূপ ভাবে পৃথিবীতে একজন অপরজন কে দেখা হয়। বরং এটা হল হালের মিলন , পরজগতের অবস্থা এবং এক আন্তরিক উপলব্ধি । এর হাক্বিকাত তিনিই জানতে পারেন যিনি এসকল অবস্থা উপলব্ধী করেছেন। শাইখ আব্দুল্লা দিলামি আলাইহির রহমা বর্ণনাতে আলোচিত হয়েছে যে. যখন ইমাম তাহরীমা বাঁধলেন ,আমিও তাহরীমা বাঁধলাম । পূনরায় আমাকে পূরোপুরি ভাবে ধরা হল;আমি দেখলাম যে ,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন।

এই অবস্থার দিকে লক্ষ করে শাইখ দিলাসী আলাইহির্ রাহমা বলেছেন اخذتنى اخذة কেহ আমাকে পুরোপুরিভাবে নিজের আওারে নিয়ে নিলেন।

**দোম;-** জিয়ারাতে রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা'হাল' বর্ণনা কারীরা(হুযুর আলাইহিস্ সালামের দীদারকারী) বর্ণনা করেন,এই দীদার কী পবিত্র শরীর ও পবিত্র রুহ্ উভয়ের হয়- কিংবা শরীরের ন্যায় হয়? হযরতদের বক্তব্য হল-এটা শরীরের ন্যায় হয়। যার ব্যাখ্যা ইমাম গাজ্জালী আলাইহির্ রহমা দিয়েছেন।

www.YaNabi.in

## ইমাম গাজ্জালী আলাইহির্ রহমার বক্তব্য

ইমাম গাজ্জালী আলাইহির্ রহমা বর্ণনা করেছেন;- এর অর্থ এই নয় যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর কিংবা নূরানী বদনের জিয়ারাত বরং এর দ্বারা শরীরের ন্যায় বোঝায়,যার দ্বারা শরীরকে বোঝানো হয়। তাহলে ন্যায় হল এমনই এক মাধ্যম যার প্রকতই শরীরের দিকে লক্ষ যায়,যা তার স্বত্যাই রয়েছে। বর্ণনা করেছেন যে, মাধ্যম কখনও প্রকত হয় আবার কখনও খেয়ালী হয়। যার নফ্স(অর্থাৎ পবিত্র নফ্স মুবারক) খেয়াল ব্যতীত হয়,তাহলে যে কেহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রুপকে জিয়ারাত করল,না তা রুহে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,না তা যাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,বরং ব্যাখ্যা হল এটায় যে,তা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই পবিত্র রুপ।

পূণরায় বর্ণনা করেছেন;তার উদাহরণ হল যে,আল্লাহ্ তায়ালা কে স্বপ্নে দেখলঃ- আল্লাহ্ তায়ালা আকার ও আকৃতি থেকে পবিত্র।কিন্তু বান্দার কাছে আল্লাহ্ তায়ালার পরিচয় নূর কিংবা নূর ব্যতীত উদাহরণ অনুভবের দ্বারাই হতে পারে। আর ঐ উদাহরণ আল্লাহর পরিচয়ের জন্য সত্য হয়। তখন দর্শনকারী এরুপ বলে;- আমি স্বপ্নে আল্লাহর দীদার করলাম। এর অর্থ এ নয় যে,আমি আল্লাহর সত্ত্বাকে দেখলাম;-যে রুপ আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা হয়।

## কাজী আবুবাকার বিন আরাবী আলাইহির্ রাহমার বক্তব্য

কাজী আবুবাকার বিন আরাবী আলাইহির্ রাহমা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারাত পরিচিত বৈশিষ্ঠের সহিত প্রকৃত পরিচয়; এবং অপরিচিত বৈশিষ্ঠের সহিত মেশালি পরিচয়।

www.YaNabi.in





এই কথা তিনি ‘গায়াতুল হুস্নের’ মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে,নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারাত;হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারক ওপবিত্র রুহের সহিত অসম্ভব নয়। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অনান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ জীবিত রয়েছেন।তাঁদের মুবারক রুহ সমূহকে ইন্তেকালের পর তাঁদের পবিত্র শরীর মুবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা স্বীয় মাজারসমূহ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আসমান যমিনে পরিভ্রমন করতে থাকেন।

ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা‘হায়াতুল আম্বিয়া’র উপরে এক খণ্ড রচনা করেছেন।

www.YaNabi.in

## ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমার বক্তব্য

ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা‘দালায়েলুন নাবুয়াত’কেতাবের মধ্যে বলেছেন;-আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ শোহাদের ন্যায় জীবিত। পূণরায়‘কেতাবুল এতেক্বাদের’ মধ্যে বলেছেন,ওফাতের পর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের রুহ্ মুবারক তাঁদের পবিত্র শরীর মুবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ শোহাদের ন্যায় স্বীয় রব্বের নিকট জীবিত থাকেন।

## উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী আলাইহির্ রাহ্মা

উস্তাদ আবু মানসুর আব্দুল ক্বাহির বিন ত্বাহির বাগদাদী আলাইহির্ রাহ্মা বর্ণনা করেছেন আমাদের সহচর্যের মধ্যে মুহাক্বীক,মুতাকাল্লিমরা বলেছন। নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের পরও জীবিত রয়েছেন নিজ উম্মতরের উত্তম কার্যাবলী দেখে খুশি হয়ে থাকেন; আর যারা তাদের মধ্যে গুনাহ করে থাকে তাদেরকে দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উম্মাত যখন হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ ও সালাম আরয করে,তকন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা পৌঁছায়।

উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী আলাইহির্ রাহ্মা এটাও বলেছেন যে,আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ অন্তরাল হন না,আর না তাদের দেহ মাটিতে খেয়ে ফেলে। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সময়ে ইন্তেকাল করেন কিন্তু আমাদের প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে,তিনি(আলাইহিস্ সালাম)হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে তাঁর পবিত্র ক্বর শরীফে নামায পড়তে দেখেছেন আর মেরাজের হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে চতুর্থ আসমানে দর্শন করেছেন, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামেও দেখেছেন,যখন এটা সত্য তাহলে এটা আমাদের জন্য সঠিক যে,আমরা বলব আমাদের আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরদা নেওয়ার পরেও জীবিত রয়েছেন,আর স্বীয় নবুয়াতের উপর রয়েছেন।

## আল্লামা কুরতুবী আলাইহির রাহমার বক্তব্য

আল্লামা কুরতুবী আলাইহির রাহমা‘আত্তাযকিরা’নামক গ্রন্থে -হাদীসে সাইকা-র আলোচনায় স্বীয় শাইখ হতে বর্ণনা করেছেন শুধু মওত নয় বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় গমন করা,এর দ্বারা এটা নির্ভর করে যে,শোহাদারা স্বীয় মৃতু ও শহীদ হওয়ার পর জীবিত হন,তারা রুজী প্রাপ্ত হন,আনন্দিত হন ও খুশি পালন করে থাকেন। আসলে এই দুনিয়া জীবিতদের বৈশিষ্ঠ। যখন শোহাদাদের এই অবস্থা হয় তাহলে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ অত্যধিক সম্মানের অধিকারী।আর সহিহ্ হাদীস থেকে সাব্যস্ত যে,জমিন আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের দেহকে খায় না।

www.YaNabi.in





এটাও সাব্যস্ত যে,রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আসরার’ রাত্রীতে বায়তুল মুকাদ্দাস ও আসমানের মধ্যে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের সহিত সাক্ষাত করেন। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে তাঁর পবিত্র ক্বর শরীফে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছেন ; এবং আমাদের প্রিয় আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন যে,যখন কোন উম্মতির মধ্যে কেহ তাকে(আলাইহিস্ সালাম)সালাম করে তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর দিয়ে থাকেন প্রভৃতি। এই সকল উক্তির দ্বারা এটা কঠোরভবে সাব্যস্ত হয় যে,আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের মওত প্রভৃত হল‘তারা আমাদের অন্তরালে আছেন’ তাদের আমরা দেখতে পায় না যদিও তারা জীবিত ও হাজির আছেন।তাদের অবস্থা ফারীশ্তাদের ন্যায়,তারা হাজির থাকেন কিন্তু কেহ তাদেরকে দেখতে পায় না।হ্যাঁ;তবে আল্লাহ্ তায়লা যাদেরকে ঐ কারামাত ও বৈশিষ্ঠ দ্বারা সম্মাণিত করেন তারা দেখতে পান।

## হায়াতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম সম্পর্কে হাদীস ও বিশারদদের মন্তব্য ;-

www.YaNabi.in

**নং-১**

ইমাম আবু ইয়ালা আলাইহির্ রাহমা স্বীয় মুসনাদে ও ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা‘কেতাবু হায়াতিল আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস্ সালাম’ এর মধ্যে হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন;-

হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগন নিজেদের ক্বরে জিন্দা থাকেন ও নামায আদায় করে থাকেন।



www.YaNabi.i

**নং-২**

ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন;-হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,চল্লিশ রাত্রীর পর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণকে ক্বরে ছাড়া হয় না। হ্যাঁ, শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত,তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে নামাযে রত থাকেন।

**নং-৩**

হযরত সুফীয়ান সাওরী আলাইহির্ রাহমা'আল জামে'এর মধ্যে বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়ইব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আমাকে বলেন; হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়ইব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন;কোন নবীকে চল্লিশ রাত্রীর বেশী তার ক্বর শরীফে ছেড়ে দেওয়া হয় না,এমনকি তাদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

ইমাম আবু বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা ফরমান এর দ্বারা বোঝা যায় যে,আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ সকলে জীবিতদের মতো হয়ে যায়,আল্লাহ্তায়ালা যেখানে চান আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণকে নামিয়ে দেন।

www.YaNabi.in

**নং-৪**

ইমাম আব্দুর্ রাজ্জাক আলাইহির্ রাহমা স্বীয়'মুসান্নাফ'এর মধ্যে হযরত শওরী আলাইহির্ রাহমা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি হযরত আবু মাকদাম হতে তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়ইব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়ইব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন;-চল্লিশ দিনের অধিক কোন নবীই জমিনের মধ্যে থাকে না। আর হযরত আবুল মিকদাম হচ্ছেন সাবিত বিন হারমুসী কুফী শাইখ সালেহ্।





**নং-৫**

ইমাম আবু হাব্বান স্বীয় তারিখে,তাবরাণী 'কাবীরের' মধ্যে ও আবু নঈম আলাইহির্ রাহমা হুমুল্লাহ 'হুলিয়ার' মধ্যে হযরত আনাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন;-হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,কোন নবী যখন ইন্তেকাল ফরমান,চল্লিশ সুব্হে নিজের ক্বর শরীফে তাশরীফ রাখেন ।

**নং-৬**

ইমামুল হারামাইন 'আন্ নেহায়ার' মধ্যে রাফিঈ 'শারাহ' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন,বর্ণনা আছে যে,হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,আমি আমার রব্বের নিকট এই কথার দ্বারা সম্মানিত যে,তিন দিন পর আমাকে ক্বরে ছেড়ে দেবেন।

ইমামুল হারামাইন এতটা বেশী করেছেন অধিকাংশের দ্বারা বর্ণিত যে,দুই দিনের অধিক(অর্থাৎ আমার রব্ব দুই দিনের অধিক আমাকে ক্বরে রাখবেন না বরং নিজের হুজুরে নৈকট্য দিয়ে সম্মানিত করবেন।

**নং-৭**

আবুল হাসান বিন রাগুনি হাম্বালী আলাইহির্ রাহমা নিজের কিছু কেতাবে বর্ণনা করেছেন যে,আল্লাহ্ তায়ালা কোন নবী আলাইহিস্ সালামকে অর্ধেক দিবসের অধিক ক্বরে রাখেন না।

## ইমাম বদরুদ্দীন ইবনিস্ সাইব আলাইহির্ রাহমার বক্তব্য

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনিস্ সাইব আলাইহির্ রাহমা স্বীয় তাযকেরায় বলেন ;-

www.YaNabi.in

## فصل فی حیاته صلی الله تعالیٰ علیه و سلم بعد موته فی البرزخ

অনুবাদ;- ‘রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের বারযাখী জিন্দেগীর ব্যাপারে’এই পরিণীতিতে শারাহ আলাইহিস্ সালামের ব্যাখা ও ইশারায় ধর্ত্তব্য হয়।

ক্বুরআন শরীফেও আল্লাহ তায়ালার এই অমীয় বাণী;-

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾ (آیة169)

অনুবাদ;- ‘যারা আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহুর রাস্তায় হত্যা হয়েছেন কখনও তাদেরকে মৃত বলে সন্দেহ করো না,তারা আল্লাহর নিকটে জিন্দা আছেন,রব্বের তরফ হতে রুজী পেয়ে থাকেন’।

তাহলে ওফাতের পর বারযাখী জিন্দেগী/ক্বরের জিন্দেগী এরুপ অবস্থা উম্মতের শহীদের মধ্যে প্রত্যেকের শামিল হয়। তাঁদের মর্যদা বিশেষত বারযখী জিন্দেগী ঐ লোকেদের থেকে অধিক মর্যদা পূর্ণ হয়,যারা এরুপ মর্তবা হাসিল করেন নি(অর্থাৎ শহীদদের শান অধিক হয় অন্য উম্মতের চেয়ে,যারা শহীদ হয়নি তাদের থেকে)উম্মতের মধ্যে কাহারো মর্তবা হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক নয় বরং তাদের এই মর্তবা হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্কত ও অনুস্বরণে লাভ হয়।

www.YaNabi.in





এমনকি তারা এই মর্যদার অধিকারী‘শাহাদাত প্রাপ্তীর’পর হয়ে থাকে। আর হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতে শাহাদাতের মর্যদা পরিপূর্ণভাবে শামিল হয়েছে।

হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,মেরাযের রাত্রীতে লাল টিলার নিকট হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের পাশ দিয়ে যখন তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ক্বরে দণ্ডায়মান হয়ে নামায(আদায় করছিলেন) পড়ছিলেন। যাহা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের ব্যাপারে অকাট্য। কারণ তার নামাযের বৈশিষ্ঠ্য গুণান্বিত হওয়া পূণ্যময় তাঁর দণ্ডায়মান হওয়া এই কথার দলীল যে,আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস্ সালামগণের রুহ্ শরীরে সহিত ক্বরের মধ্যে রয়েছে,আর মোমিন নেক বান্দাদের রুহ্ জান্নাতের মধ্যে রয়েছে।

## হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার রাওয়ায়েত

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে,আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কা মুকার্‌রমা ও মাদীনা মুনাওওরাতে মধ্যে চলছিলাম,একটি ওয়াদী ভূমির(দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান)নিকটে পৌছালাম,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন এটা কোন ওয়াদী? লোকেরা বলল এটা হল ওয়াদীয়ে আরযাক। পূণরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি যেমন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে দেখতে পাচ্ছি,নিজের কানের মধ্যে আঙুল ভরে আছেন,এই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করতে করতে উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য তালবিয়া পাঠ করছেন,পুণরায় চলতে লাগলাম এবং ‘সানিয়ায়’ পৌঁছালাম।



www.YaNabi.in

হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,আমি যেন লাল উটনিতে চড়ে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে পার হতে দেখতে পাচ্ছি তিনি উলের জুব্বা পরে আছেন,আল্লাহ্ তায়ালার জন্য তালবিয়া পাঠ করছেন।

**প্রশ্নঃ-** যখন তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে,তাহলে তাদের হাজ্জ ও তালবিয়ার চর্চার কি অর্থ?সেটা হল দারুল আখিরা দারুল আমাল নয়?

**উত্তরঃ-**প্রকৃত পক্ষে শহীদরা নিজের রব্বের নিকট জিন্দা থাকেন, তাদেরকে রুজী দেওয়া হয়ে থাকে।

তাহলে এটা কোন দূর্লভ নয় যে,তারা হাজ্জ করবেন,নামায পড়বেন এবং ক্ষমতানুযায়ী রব্বের নিকট নৈকট্য হাসিল করবেন,যদিও তারা আখিরাতে আছেন-কারণ তারা এই দুনিয়া যাকে দারুল আমাল বলা হয়,তা অতিক্রম করেছেনেবং আখিরাতের মধ্যে বর্তমান যা হল দারুল যাজা,যেখানে তাদের আমল মুনকাতা হয়ে গেছে।

## ক্বাজী আইয়াজ আলাইহির্ রাহ্মার বক্তব্য

ক্বাজী আইয়াজ আলাইহির্ রাহ্মা বলেন যখন আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ স্বীয় শরীরের সহিত হাজ্জ করতে পারেন,স্বীয় ক্বরর শরীফ হতে পৃথক হতে পারেন,তাহলে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বরর শরীফ হওয়াকে কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? কারণ নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম(বেসাল পাকের পর)হাজ্জ করেন,নামায আদায় করেন এবং স্বীয় শরীরের মোবারকের দ্বারা আসমানে ভ্রমন করেন,তাহলে তিনি নিজ মাজার শরীফে(সেই সময়)দাফন থাকেন না।

www.YaNabi.in





তাহলে সকল দলীল ও হাদীস সমূহের একত্রিত করণের বিষয় বস্তু হল যে,রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র রুহ্ ও পবিত্র শরীর মোবারকের দ্বারা জীবিত রয়েছেন। তাঁরা ভ্রমন করেন,তাহলে স্বীয় ওফাতের পূর্বে যেমন ছিলেন,কোন রুপ পরিবর্তন ব্যতীত সেরুপই আসমান যমিনের মধ্যে যেখানে চান তাশরীফ নিয়ে যান। হ্যাঁ,তারা চক্ষুর অন্তরালে থাকেন ;যে রুপ ফারিশ্তারা নিজেদের আকার স্বত্বেও চক্ষুর অন্তরালে থাকেন; পূণরায় যখন আল্লাহ্ তায়ালা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতের দ্বারা যাকে ধন্য করতে চান, তখন ঐ পর্দা উঠিয়ে দেন। পূণরায় সে হুযুরের পবিত্র কায়ার জিয়ারত দ্বারা ধন্য হয়ে যান; যেরুপ তিনি যাহেরী অবস্থায় ছিলেন। তাহলে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অবস্থাঙ্কে কোনরুপ সাদৃশ্যমূলক উদাহরণের সহিত নির্দিষ্ট করার কোন দাবী থাকে না। এর উত্তরে বলা হয়েছ;-

**সোম প্রশ্নঃ-৩;-** কিছু লোক প্রশ্ন করেছে দূর দুরান্তে অবস্থানকারী মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হতে একই সময়ে কি রুপে দেখতেপাবে?

كالشمس فى كبد السماء وضوئها

تغشى البلاد مشارقا ومغاربا

অনুবাদঃ- যে রুপভাবে সূর্য মহাকাশের মধ্যভাগে বিরাজ করে এবং তার ছটা পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে।(অর্থাৎ অনুরুপভাবে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদিও এক পবিত্র যাত, কিন্তু নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নূরের ছটা সর্বস্থানে বিরাজমান ফলে তার জিয়ারত সম্ভব)।

www.YaNabi.in

## শাইখ তাজুদ্দীন বিন আতাউল্লাহ্ আলাইহির্ রাহমার উদাহরণ

শাইখ তাজুদ্দীন বিন আতাউল্লাহ্ আলাইহির্ রাহমার প্রশংসায় তাঁর কিছু শাগরেদের দ্বারা বর্ণিত যে,যখন আমি হাজ্জ করছিলাম, তাওয়াফের সময় আমি শাইখ তাজুদ্দীন বিন আতাউল্লাহ্ আলাইহির্ রাহমাকে তাওয়াফ করতে দেখতে পেলাম। তাঁকে সালাম করার ইচ্ছা করলাম যে, যখন তিনি তাওয়াফ শেষ করবেন তখন সালাম করবো। অতএব যখন তাওয়াফ শেষ করলেন,তাঁর নিকটে এলাম কিন্তু ওনাকে দেখতে পেলাম না। পূণরায় তাঁকে আরাফার ময়দানে দেখতে পেলাম। হাজ্জ শেষ করার পর যখন কায়রো শহরে ফিরে এলাম এবং শাইখের খোঁজ নিলাম জানতে পারলাম তিনি কুশলেই আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম শাইখ কি সফর করেছিলেন? সাথীরা উত্তর দিলেন, না। সুতারাং আমি স্বয়ং শাইখের নিকট হাজির হলাম সালাম আরয করলাম। শাইখ জিজ্ঞাসা করলেন কাকে দেখেছিলে? আমি উত্তর দিলাম হুযুর আপনাকে,প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন-হে অমুক;- الرجل الكبير يملا الكون

বড় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আল্লাহর আওলীয়ারা সারা জগতকে ভরে দেন(অর্থাৎ সকল স্থানে হাজির থাকেন)। যদিও কুবুব(ওলীদের একটি পর্যায়)সারা বিশ্বকে ভরতে পারেন। তাহলে সাইয়্যেদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় সর্বাধিক উত্তম। আর শাইখ আবুল আব্বাস আলাইহির্ রাহমার ব্যাপারে পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ‘আমি দেখছি যে,আসমান- জমিন,আরশ-কুর্শি,হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা ভরে রয়েছে’।

www.YaNabi.in





**চাহারাম প্রশ্নঃ-৪;-** প্রশ্নকারী এরুপ প্রশ্ন করতে পারে-এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে,যে কেহ হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে জিয়ারত করবে তাকে কি সাহাবী বলা হবে?

**উত্তর;-** (১)এর দ্বারা সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ হয়তো এই কারণে,যেরুপ পূর্বে আরয করা হয়েছে দৃষ্ট রুপ তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়; তাহলে উত্তর পরিস্কার হবে যে,হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কায়া ও রুহ্ উভয়ের মিলিত জাতকে দর্শন করলে সাহাবী সাব্যস্ত হবে।(২) যদি এটা বলি যে,দৃষ্টিতে আসা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্ব; তাহলে সাহাবী হওয়ার জন্য এটা বর্ণিত যে,হুযুরসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জগতে দৃষ্ট হতে হবে(জাহেরী পার্থিব্য জগতে মানবিক কায়াতে) আর স্বপ্নে দৃষ্ট হওয়া হল মালাকুত জগতে-এর দ্বারা সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

এর পর হাদীস শরীফের এই দলীল দেওয়া হয়-সকল উম্মতকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হয়। তখন তিনি তাদের দর্শন করে থাকেন । আর তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারতে ধন্য হয়ে থাকেন। কিন্তু ঐ সকল ধন্যবান ব্যক্তিদের জন্য সাহাবী হওয়া সাব্যস্ত হয় না; কারণ ঐ মালাকুত জগতের দর্শন সাহাবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

www.YaNabi.in

# পরিশিষ্ট

## এক আনসারীর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইমাম আহমাহ আলাইহির্ রাহমা স্বীয় মুসনাদে খারাইতি 'মাকারিমুল আখলাকে'আবুল ইয়ালা আলাইহির্ রাহমার ন্যায় এক আনসারী ব্যক্তি থেকে রাওয়ায়েত করেছেন, তিনি বলেন;-আমি আমার বাড়ি হতে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাওয়ার জন্য বের হলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান রয়েছেন। আর অপর একজন রয়েছেন যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করে রয়েছেন অর্থাৎ কথা বার্তা বলছেন। আমি অনুভব করলাম যে,উভয়েই কোন প্রয়োজন অনুভব করছেন;আনসারী ব্যক্তি বললেন; হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান ছিলেন আর আমরা বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ক্লান্তি অনুভব করলাম। যখন ঐ ব্যক্তি চলে গেলেন,তখন আমি আরয করলাম; ইয়া রাসুলাল্লাহ্!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই যে ব্যক্তি আপনার সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন আপনার বেশীক্ষণ দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকাতে আমার ক্লান্তি এসেছিল। এটা শুনে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন -তুমি কি তাকে দেখছো? আমি আরয করলাম হ্যাঁ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন-তিনি কে ছিলেন জানো কি?

আমি আরয করলাম, না,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন;-তিনি জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন। তিনি আমাকে প্রতিবেশীদের ব্যাপারে পরস্পর নসিহত করছিলেন। যার দ্বারা আমার ধারণা হল যে,প্রতিবেশীকেও ওয়ারিসের হুকুম দেবো-পূণরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন-এর মধ্যে তুমি সালাম করলে তিনি(জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম) উত্তরও দিতেন।

www.YaNabi.in





## তামীম বিন সালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**আবু মুসা মাদানী আলাইহির্ রাহমা'মারুফা'র মধ্যে হযরত তামীম বিনসালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরিজ করেছেন;-হযরত তামীম বিনসালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে,

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিস্ট ছিলাম ইতি মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে পিঠ ফিরিয়ে যেতে লাগল,আমি তার পৃষ্টাংশকে দেখলাম,তিনি পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং পিছনে শামলা(পাগড়ির পিছনের ভাগ)লটকাচ্ছিল,আমি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম-ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তিনি কে ছিলেন? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ইরশাদ করলেন-(জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম)।

## হারেসা বিন নুমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইমাম আহমাহ, তাবরাণী ও বাইহাক্বী আলাইহিমুর্ রাহমা দালাইলের মধ্যে হযরত হারীসা বিন নুমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে, হযরত হারীসা বিন নুমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ফরমালেন 'আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন। আমি তাদের উভয় সালাম করে চলে গেলাম, পূণরায় যখন ফিরে এলাম তখন ঐ ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে চলে গিয়ে ছিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমালেন-তুমি কি তাকে দেখেছো যিনি আমার সাথে ছিলেন? আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলাম,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন তিনি জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন। তিনি তোমার সালামের উত্তর দিয়েছেন।

www.YaNabi.in

**হাদীসঃ**-হযরত ইবনে সাআদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হযরত হারীসা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন,হযরত হারীসা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ফরমান যে,আমি জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে এই জগতে দুই বার দর্শন করেছি।

## ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ**-ইমাম আহমাহ,ও বাইহাক্বী আলাইহির্ রাহমা হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে,আমি আমার আব্বার(হযরত আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু)সহিত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম,আর তার পাশে এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। এমন মনে হচ্ছিলো যে, সরকার আলাইহিস্ সালাম আমার আব্বার সহিত কথা বলতে চাইছিলেন না। তখন আমরা সেখান থেকে চলে এলাম, আমার আব্বা বললেন বেটা ! তুমি হুযুর আলাইহিস্ সালামকে দেখোনি(যেমনটি মনে হচ্ছে)তিনি আমার সাথে কথা বলতে চাইছিলেন না। আমি আরয করলাম আব্বা হুযুর ! হুযুর আলাইহিস্ সালামের নিকটে এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। পূণরায় আমার আব্বা হুযুর আলাইহিস্ সালামের নিকটে ফিরে এলেন এবং আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্ !(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আমর পুত্র(আব্দুল্লাহ্)কে এই কথা বললাম-তখন সে বলল যে, আপনার নিকট এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে কথা বলছিল। আপনার নিকট কেহ কি ছিলেন?

এর পরিপেক্ষীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আব্দুল্লাহ্ তুমি কি দেখেছিলে? আমি বললাম হ্যাঁ,তখন ফরমালেন সে জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন,তোমাদের সহিত কথা বলা থেকে মাশগুল রেখেছিলেন।

**(বিঃদ্রঃ**-এই ঘটনা সে সময়ে যখন হযরত সাইয়্যেদুনা আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর দর্শন শক্তি লোপ পেয়ে ছিল)।

www.YaNabi.in





**হাদীসঃ**-হযরত ইবনে সাআদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন,হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য-আমি জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে দুই বার দর্শন করেছি।

## তাবরাণীর হাদীস

**হাদীসঃ**-তাবরাণী,বায়হাক্বী ও জিয়া "মুখতারা" র মধ্যে তাখরিজ করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর ইয়াদাত(অসুস্থকে দেখতে যাওয়া)ফরমিয়েছিলেন,তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ঘরের নিকটে পৌঁছালেন,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে কাউকে কথা বলতে শুনছিলেন,কিন্তু যখন সেখানে পৌঁছালেন সেখানে কেহ ছিলেন না, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি কাহারোর সাথে কথা বলছিলে কি? তিনি আরয করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এক জন প্রবেশকারী আমার নিকটে এলেন মজলিসে উপবিষ্ট হওয়া ও দণ্ডায়মান হওয়া,কথা বার্তার ধরণে আপনার পর এত সুন্দর ও সম্মানিত আর কাউকে দেখিনি। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন,তিনি জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে তারা যদি আল্লাহ্ তায়ালার ক্বসম খেয়ে নেয়,তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই পুরো করেন।

## আবুবাকার বিন আবু দাউদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ**-হযরত আবু বাকার বিন আবুদাউদ আলাইহির্ রাহমা "কেতাবুল মাসাহেফে" হযরত আবু জাফর আলাইহির্ রাহমা থেকে বর্ণনা করেছেন;-এবং হযরত আবু বাকার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ধীরে ধীরে কথা বার্তা শুনতে পেতেন।

www.YaNabi.in

## হুযাইফা বিন এমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**মুহাম্মাদ বিন নসর মারুজি আলাইহির্ রাহমা 'কেতাবুস্ সালাতের'মধ্যে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে,তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!আমি নামায পড়ার সময় কোন ব্যক্তকারী হতে এরুপ শুনছিলাম;-

اللهم لک الحمد کله ولک الملک کله والیک یرجع الامر کله علانیة وسرا لک انک علیٰ کل شیء قدیر اللهم اغفرلی جمیع ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی عملا زاکیا ترضی به عنی

**অর্থঃ-**হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা তোমারই জন্য,সারা জগৎ তোমারই,সারা কর্ম তোমার দিকেই ফিরে,চায় প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে,প্রশংসা আর গুনগান তোমারই জন্য,অবশ্যই তুমি সব কিছু করতে পারো,হে আল্লাহ্! আমি পূর্বের সমস্ত গুনাহকে মাফ করো; যে বয়স অবশিষ্ঠ রয়েছে তা গুনাহ হতে হেফাজাত করো,আমাকে ঐ পবিত্র কর্ম সমূহের তৌফিক দাও,যার দ্বারা তুমি রাযি হবে।

এর পরিপেক্ষীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন,তিনি ফারিশ্তা ছিলেন,যিনি তোমাদেরকে মহান রব্বের প্রশংসা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।


www.YaNabi.in



## আবুহুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**মুহাম্মাদ বিন নসর আলাইহির্ রাহমা হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন- তিনি-বলেন,আমি নামায পড়ছিলাম সেই সময় একব্যক্তকারীকে এরুপ বলতে শুনলাম;- اللهم لک الحمد کله

## আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**হযরত ইবনে আবী দুনিয়া আলাইহির্ রাহমা হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন;- হযরত আবী বিন কায়াব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,আমি মসজিদে অবশ্যই যাবো,নামায আদায় করবো,এবং আল্লাহ্ তায়ালার এমন প্রশংসা করবো যে,কেহ সেইভাবে করেনি। যখন নামায শেষ করে বসে আল্লাহ্ তায়ালার হাম্দ ও সানা করলাম। হঠাৎ করা একব্যক্তকারীকে এরুপ বলতে শুনলাম;-

اللهم لک الحمد کله ولک الملک کله و بیدک الخیر کله والیک یرجع الامر کله علانیة وسرة لک الحمدانک علیٰ کل شیء قدیر اللهم اغفرلی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی عملا زاکیة یرضی بها عنی وتب علی


www.YaNabi.in

তখন আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বর্ণনা করলাম,উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,সে জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন।

## মুহাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**ইমাম তাবরাণী,ও বাইহাক্বী আলাইহিমার রাহমা মুহাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে তাখরীজ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হয়ে পার হচ্ছিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে মুখোমুখীভাবে কথা বার্তা বলছিলেন,আমি সালাম করলাম না এবং চলে গেলাম।পূণরায় যখন ফিরে এলাম,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,কি কারণে তুমি সালাম করলে না? আমি আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি দেখলাম ঐ ব্যক্তির সাথে আপনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)যেভাবে কথা বার্তা বলছিলেন, যেমনভাবে অন্য কাহারো সাথে বলেন না।(অর্থাৎ এত কাছাকাছি হয়ে মুখোমুখিভাবে)তার জন্য আমি উচিৎ মনে করলাম না,কারণ আপনার সাথে কথা বার্তার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ইয়া রাসুলাল্লাহ্ !(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি কে ছিলেন? ফরমালেন সে জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম ছিলেন।

## আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহার হাদীস

**হাদীসঃ-**ইমাম হাকীম আলাইহির্ রাহমা হযরত সাইয়্যদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে,'হযরত সাইয়্যদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা বলেন আমি আমার এই কামরার মধ্যে


www.YaNabi.in



হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে দাঁড়িয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আস্তে আস্তে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম,ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তিনি কে ছিলেন? তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন তোমাকে কাহার মতো লাগল?আমি বললাম দাহিয়া রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর মতো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন;- তুমি জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে দেখেছো'।

## হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা হযরত হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন তারপর বের হলেন আমিও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন পিছন চলতে লাগলাম,হঠাৎ করে কেহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এলো,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তুমি কি তাকে দেখেছো যে এক্ষুনি আমার সামনে এসেছিল? আমি বললাম,হ্যাঁ,ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে একজন ফারিশ্তা ছিলেন ভূপৃষ্ঠে এর পূর্বে কখনও আসেন নি। সে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমাকে সালাম পেশ করার জন্য আরয করলেন তাই সে আমাকে সালাম করলেন আর খুশখবর শুনালেন যে,হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হলেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার এবং হযরত ফাতিমা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা হলেন সমস্ত জান্নাতী স্ত্রীদের সর্দার।


www.YaNabi.in

## হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইমাম তাবরাণী আলাইহির্ রাহমা হযরত হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে,আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাত্রী যাপন করেছি,তার কাছে আমি একজন ব্যক্তিকে দেখলাম,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,হুযাইফা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তুমি কি তাকে দেখেছো যে এক্ষুনি আমার সামনে এসেছিল? আমি বললাম,হ্যাঁ,ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে একজন ফারিশ্তা ছিলেন আমার নবুয়াতে এলানের পরে কখনও আমার কাছে আসেন নি। আজ রাত্রীতে এসেছিল এবং আমাকে বাশারাত দিল যে,হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হলেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার ।

## উসাইদ বিন খাদীর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইমাম আহমাদ বুখারী আলাইহির্ রাহমা শিক্ষার জন্য এবং ইমাম মুসলিম,বায়হাক্বী এবং নাসায়ী আলাইহিমুর রাহমা দালায়েলুন নাবুয়াতের মধ্যে হযরত উসাইদ বিন খিদ্বীর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে তাখরীজ করেছেন যে,সে অর্থাৎ হযরত উসাইদ বিন খিদ্বীর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সুরা বাক্বারার তিলাওয়াত করছিলেন এবং তার নিকট তার ঘোড়া বাঁধা ছিল। সে লাফালাফি শুরু করে দিল,তখন হযরত উসাইদ বিন খিদ্বীর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত বন্ধ করে দিল ঘোড়াও শান্ত হয়ে গেল। পূণরায় তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন তখন আবার ঘোড়া লাফাতে লাগল,আবার তিলাওয়াত বন্ধ করে দিল ঘোড়াও শান্ত হয়ে গেল।


www.YaNabi.in



তারপর সে আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন উপরে সায়েবানের মতো আছে এবং তার মধ্যে একটা চেরাগের মতো আলো রয়েছে যাহা আসমানের দিকে উঁচু হচ্ছে,এই পর্যন্ত যে,সেটাকে দূর পর্যন্ত দেখতে পেলেন। সকালে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন; ওটা ফারিশ্তা ছিল তোমার আওয়াজ শোনার জন্য নিচে নেমে এসেছিল,যদি পড়তে থাকতে তাহলে সকালে লোকেরা কোনকিছুর আড় ব্যতিত দেখতে পেত।

## আব্দুর্ রহমান বিন আওফ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**ইমাম ওয়াক্বেদী এবং ইবনে আসাকীর আলাইহিমার্ রাহমা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে,আমি বদরের যুদ্ধের দিনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানদিকে ও বামদিকে দুই জন ব্যক্তিকে দেখেছিলাম,তারা ভয়ানক যুদ্ধ করছিলেন তারপর তাদের মধ্য থেকে তৃতীয় জন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এবং চতুর্থ জন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে শামিল হয়ে গেল(আর এইভাবে কঠিন যুদ্ধ হল)।

## আবু উসাইদ সায়াদী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** হযরত ইসহাক্ব বিন রাহুইয়া নিজের মুসনাদে,ইবনে জারীর তার তাফসীরে,আবুনাঈম ও বায়হাক্বী দালায়েলুন নাবুয়াতে হযরত আবু উসাইদ সায়াদী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন;- তিনি বলেছেন,যখন তিনি অন্ধ হয়েছিলেন,যদি আমি তোমাদের সাথে বদরে থাকতাম তবে তোমাদেরকে ঐ ঘাঁটির ব্যাপারে বলতাম যেখান থেকে ফারিশ্তা বের হয়েছিল,তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।


www.YaNabi.in

## আবু বুরদা বিন নাইয়ার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা হযরত আব্ বুরদা বিন নিয়ার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন যে,তিনি বলেছেন বদরের যুদ্ধের দিন আমি তিনটি মাথা এনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে দিলাম এবং আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),এই দুটি মাথা যাদেরকে আমি হত্যা করেছি কিন্তু তৃতীয় জনকে একজন সাদা লম্বা চাওড়া ব্যক্তি হত্যা করেছেন যাহা আমি দেখেছি। সে তৃতীয় মাথা দেহ থেকে আলাদা করল আমি সেটাকে নিয়ে নিলাম,তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে তো অমুক ফারিশ্তা ছিলেন।

## হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার বক্তব্য

ইমাম বায়হাক্বী আলাইহির্ রাহমা হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেন;-হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন ফারিশ্তা এমন চেহেরাতে হত যে, লোকেরা চিনতে পারত। সেই ফারিশ্তারা লোকেদেরকে সাবিত ক্বদম থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দিত।

তিনি বলেছেন আমি তাদের মধ্যে কয়েকজনের নিকটবর্তী হয়েছি তো তাদেরকে বলতে শুনেছি;- لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشئى আমাদের সাবিত ক্বাদেমির কাছে তাদের আক্রমন কিছুই নয়। এই জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন;- يوحى ربک الملائكة انى معكم فثبتوا الذين امنوا

যখন এই মাহবুব আপনার প্রতিপালক ফারিশ্তাদেরকে ওহি পাঠিয়েছিলো যে,আমি তোমাদের সাথে আছি তোমরা মুসলমানদের সাবিত ক্বদম রাখো।


www.YaNabi.in



## হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস

**হাদীসঃ-** ইমাম আহমাদ,ইবনে সায়াদ,ইবনে জারীর এবং আবু নাঈম আলাইহিমুর রাহমা দালায়েলে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন,

'যে ব্যক্তি(বদরে)আব্বাস(হুযুরের চাচা ইসলাম কবুল করার পূর্বে)কে বন্দী করেছিল তিনি হলেন হযরত আবুল ইয়াসির কায়াব বিন আমর্ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু। হযরত আবুল ইয়াসির কায়াব বিন আমর্ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হাল্কা শরীরের ছিলেন এবং আব্বাস ভারী শরীরের ছিল। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন অ্যায় আবু ইয়াসির রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু আব্বাসকে তুমি কিভাবে গ্রেফতার করলে? তখন তিনি বললেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমার সাহায্য একজন ব্যক্তি করেছেন,যে ধরণের ব্যক্তি না, আমি প্রথমে দেখেছি এবং না,পরে দেখেছি। সে এইরকম সে এইরকম ছিল। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার সাহায্য এক কারীম ফারিশ্তা করেছেন'।

## আম্মার বিন আবী আম্মার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-**ইবনে সায়াদ ও ইমাম বায়হাক্বী আলাইহিমার্ রাহমা হযরত আম্মার বিন আম্মার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন;- 'হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),আমাকে জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে ঐ তার সুরাতে দেখান, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বসে যাও; সে বসে গেল।


www.YaNabi.in

হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম এসে কাবা শরীফের সামনে এলেন তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন চক্ষু তোলে দেখো,সে চোখ তুলে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামের পা দুটি দেখল জবরজাদের মতো'।

## ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইবনে আবীদ্ দুনিয়া আলাইহির্ রাহমা "কেতাবুল ক্বুবুরে" তাবরাণি আলাইহির্ রাহমা আওসাতের মধ্যে হযরত ইবনে ওমার রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন;-আমি বদরের কয়েদীদেরকে গ্রেফ্তার করছিলাম সেই সময়েই একজন ব্যক্তি খাল থেকে বের হল যার গর্দানে জিঞ্জির পরানো ছিলো,সে আমাকে বলল। অ্যায় আব্দুল্লাহ্! আমাকে পানি পান করাও, পূণরায় ঐ খাল থেকে আরও একজন ব্যক্তি বের হলেন,যার হাতে কোঁড়া ছিল,সে আমাকে ডাক দিয়ে বলল হে আব্দুল্লাহ্! তাকে পানি পান করাবে না। তারপর তাকে কোঁড়া মারতে মারতে ঐ খালে নিয়ে গেল। আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্বারে উপস্থিত হয়ে ঐ ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি সত্যিই তাকে দেখেছো? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে আল্লাহর শত্রু আবু জাহিল ছিল,এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত তার ঐ রুপ আজাব হতে থাকবে।

এই ঘটনার দ্বারা বোঝা গেল ঐ ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া যে আবু জাহিলের পর বাহির হয়েছিল এবং তাকে কোঁড়া মারছিল সে আজাবের ফারিশ্তা ছিল,যাকে তার উপরে নিয়োগ করা হয়েছিল।

www.YaNabi.in





## ওরয়া বিন রুয়ীম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইবনে আবীদ্ দুনিয়া আলাইহির্ রাহমা,তাবরাণি আলাইহির্ রাহমা এবং ইবনে আসাকীর আলাইহির্ রাহমা হযরত ওরয়া বিন রুঈম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন; তিনি বর্ণনা করেছেন,হযরত আরবায বিন সারিয়া সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে,আর তিনি(হযরত আরবায বিন সারিয়া সাহাবী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু )এই কথাকে পছন্দ করতেন যে, তার মৃতু হয়ে যাক, তায় তিনি এই দোয়া করতেন;-

اللهم كبرت سنس ووهن عظمى فاقبضنى اليک

অনুবাদঃ-ইয়া আল্লাহ্ জাল্লা জালা লুহু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি,হাড় কমজোর হয়ে গেছে,তুমি আমাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নাও।

তিনি বলেন এই আশাতে একদিন দামেস্কের(সিরিয়া)জুম্আ মসজিদে ছিলাম এবং নামায পড়ছিলাম ও মাওতের দোয়া করছিলাম। হঠাৎ করা একজন যুবক এলো,তার শরীরে খুব সুন্দর সবুজ রঙের পোশাক ছিল। সে বলল তুমি এই দোয়া চাইছো?(এধরণের দোয়া করোনা)আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি ধরণের দোয়া করবো? তখন সে বলল এরুপ করো;-

اللهم حسّن العمل و بلّغ الاجل

অনুবাদঃ-ইয়া আল্লাহ্ আমাল ভালো করে দাও এবং মৃতু পর্যন্ত পৌঁছে দাও।

www.YaNabi.in

আমি বললাম তুমি কে? আল্লাহ্ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। তখন সে বলল আমি রিতাবিল যে, মুমিনের দিল থেকে দুঃখকে টেনে নেয়। তারপর আমি যখন তার দিকে পূণরায় তাকালাম কাহাকেও দেখতে পেলাম না।

## সাইদ বিন সিনান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

**হাদীসঃ-** ইবনে আসাকীর আলাইহির্ রাহমা নিজের তারিখে হযরত সাঈদ বিন সিনান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে তাখরীজ করেছেন;

‘‘আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে নামাযের ইরাদা করে মসজিদে প্রবেশ করলাম। আমি ঐ অবস্থাতে ছিলাম হঠাৎ করা আমি সড় সড় করার আওয়াজ পেলাম যার দুটি বাহু ছিল,সে আমার দিকে ঘুরে এরুপ বলতে লাগল;-

سبحان الدائم القائم سبحان الحى القيوم سبحان الملک

القدوس سبحان ربّ الملائكة والروح سبحان الله وبحمده

سبحان الله العلى الاعلى سبحانه وتعالىٰ

অনুবাদঃ- পবিত্রতা তারই জন্য যিনি সবসময় থাকবেন, পবিত্রতা তারই জন্য যিনি জিন্দা এবং ক্বাইউম, পবিত্রতা তারই জন্য যিনি পবিত্রার মালিক, পবিত্রতা তারই জন্য যিনি ফারিশ্তা ও রুহ্ সমূহের প্রতিপালক, পবিত্রতা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং হাম্দ তারই জন্য,পবিত্রতা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি সবচেয়ে বুলান্দওয়া বালা,পবিত্রতা তারই জন্য যিনি সব চেয়ে উচ্চ।

www.YaNabi.in





তারপর আবার একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম,তিনিও সেটায় তিলাওয়াত করছিলেন,পুণরায় একে অপরের সাথে কথা বার্তা করতে শুনা যাচ্ছিল, এই পর্যন্ত যে, মসজিদ ভরে গেল। তাদের মদ্যে কয়েকজন আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি মানুষ? আমি বললাম হ্যাঁ,তখন বলল ভয়ের কারণ নেই এরা হল সব ফারিশ্তা মণ্ডলী।

## সমাপ্ত

# যে সমস্ত কেতাব থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১)তাফসীরে জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী), পাতা -৯,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।

২)দায়রায়ে মুয়ারিফ আলইসলামিয়া,লাহোর,১১খণ্ড-পাতা-৩৭৩,নাসির দানিসগাহ্ ,পাঞ্জাব,লাহোর।

ও তাফসীরে জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী),পাতা -৯,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।

৩)আল ইতকান(মুকাদ্দিমা)১ম খণ্ড, পাতা-৩৮,নাসির সানিসগাহ্ লাহোর।

৪)মুকাদ্দিমা তারিখুল খুলাফা,গুলাম শামস্ বেরেলবী,পাতা-১১,ইসলামিক পাবলিসার,দিল্লী।

৫)মুকাদ্দিমা তারিখুল খুলাফা,গুলাম শামস্ বেরেলবী,পাতা-১২,ইসলামিক পাবলিসার,দিল্লী।

www.YaNabi.in

৬)দায়রায়ে মুয়ারিফ আলইসলামিয়া,লাহোর,১১খণ্ড-পাতা-৩৭৩,নাসির দানিসগাহ্ ,পাঞ্জাব,লাহোর।
৭)আল খাসায়েসে কোবরা(অনুবাদ)১ম-খণ্ড,পাতা-১১,প্রকাশক,হামিদ এণ্ড কোম্পানী,উর্দু বাজার,লাহোর।
৮)মুকাদ্দিমা জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী), পাতা- ৯-১০,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।
৯)মুকাদ্দিমা জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী), পাতা- ৯,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।
১০)আল খাসায়েসে কোবরা(অনুবাদ)পাতা-১২,প্রকাশক,হামিদ এণ্ড কোম্পানী,উর্দু বাজার,লাহোর।
১১)মুকাদ্দিমা জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী), পাতা-১০,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।
১২)শারাহুস্সুদুর(অনুবাদ)ফায়েজ আহ্মাদ ওয়েসী,পাতা-১৪, প্রকাশক,শাবীর ব্রাদার্স,লাহোর।
১৩)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৬, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
১৪)মুকাদ্দিমা জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী),পাতা-১০,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।
১৫)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৬, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
১৬)আল খাসায়েসে কোবরা(অনুবাদ)পাতা-১২,প্রকাশক,হামিদ এণ্ড কোম্পানী,উর্দু বাজার,লাহোর।
১৭)মুকাদ্দিমা তারিখুল খুলাফা,গুলাম শামস্ বেরেলবী,পাতা-১২, ইসলামিক পাবলিসার,দিল্লী।
১৮)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৭, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।

www.YaNabi.in





১৯)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৮, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২০)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৭, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২১)মুকাদ্দিমা জালালাইন(অনুবাদ জালাল সূয়ুতী), পাতা-১০,দারুল ইহ্য়াতুত্ তুরাস আল আরাবী, বীরুত।
২২)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-২৫, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২৩)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-২৬, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২৪)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৮, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২৫)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-২৫, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২৬)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-২৬-২৭, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।২৭)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-২৮-২৯,মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২৮)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-৩২-৩৩, মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।
২৯)আত্ তাবকাতুস্ সুগরা,ইমাম আব্দুল ওহাব শুরয়ানী,পাতা-১৫,মাক্তাবাতুল আদাব,কাহিরা।

www.YaNabi.in

## সালাম

**আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু**

মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম,
শাময়ে বাযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম ।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম ,
নাওবা হারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।
দুর ও নাজদিক কে সুন্‌নে ওয়ালে ওহ কান,
কানে লাআলে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস্‌ সুহানী ঘড়ী চামকা তাইবা কা চাঁদ,
উশ দিল আফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গরীবোকে আক্বাপে বেহাদ দরুদ,
হাম ফকীরো কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
জিনকে সেজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুকী,
উন ভুওকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যোবা জিস কো সাব কুন কী কুঞ্জি ক্যহে,
উস কী নাফিয হুকুমাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দেহান জিস কী হার বাত ওহই খোদা,
চাশমায়ে ইলম ও হিকমাত পে লাখোঁ সালাম।
কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওয়ার ,
ভেজে সাব উন কী শাওকাত কে লাখোঁ সালাম।
গওস খাজা রাজা হামিদ ও মুস্তাফা ,
পাঞ্জগঞ্জে বেলায়াত পে লাখোঁ সালাম।
ডালদি ক্বালব্‌ মে আজমাতে মুস্তাফা ,
সাইয়িদী আলা হযরাত পে লাখোঁ সালাম।
মুঝসে খিদমাত কে কুদসী কাহে হা রেজা ,
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম।

www.YaNabi.in





## লেখকের কলমে প্রকাশিত

১.খাতিমুল মুহাক্কীকিন
২. ইলমে গায়ের প্রসঙ্গ
৩.তাবলিগী জামায়াত প্রসঙ্গ
৪.জানে ঈমান তরজমা
৫.সাওতুল হক্ব
৬.সুন্নী তোহফা বা নামাযে মুস্তাফা
৭.তাবলিগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮.মিলাদুন্নাবী
৯.শানে হযরত মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০.সাহাবায়ে কেরাম ও আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাত
১১.তাহমীদে ঈমান তরজমা
১২.এ যুগের দাজ্জাল জাকীর নায়েক (সংগৃহীত)
১৩. আম্মাপারা সংক্ষিপ্ত টীকা
১৪)জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম(অনুবাদ)
১৫)দোয়া কিভাবে কবুল হয়?(অনুবাদ)
১৬)ইসলাম বুনিয়াদ পরিচিতি(প্রথম খণ্ড)
১৭)ইসলাম বুনিয়াদ পরিচিতি(দ্বিতীয় খণ্ড)
১৮)নূরী নামায শিক্ষা(পকেট সাইজ)

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in